চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 16 February, 2020 ■ আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ৩ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কাছাড়ে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার জালনোটসহ পুলিশের জালে ত্রিপুরার তিন বাসিন্দা, ধর্মনগরে ধৃত মিজো মহিলা

জালনোট চক্রের দৌরাত্ম্য রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যে জালনোট চক্রের দৌরাত্ম্য চলছে রাজ্যে। বিভিন্ন এলাকায় জালনোট ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এরই মধ্যে কাছাড়ে ধরা পড়ল ত্রিপুরার তিন যুবক। অন্যদিকে, ধর্মনগরে আটক করা হয়েছে এক মহিলাকে।

কাছাড় জেলায় জালনোট কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বিরাট সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। আজ শনিবার পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার জালনোট। এর সঙ্গে পাকড়াও করা হয়েছে তিন জাল নোট কারবারিকে। ধৃতদের আব্দুল হুসেন, সুজিত মজুমদার ও সীতারাম সাহানি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনজনেরই বাড়ি ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায়। আব্দুল হুসেনের বাড়ি জিরানিয়া, সুজিত মজুমদার বিলনিয়া এবং সীতারাম সাহানির বাড়ি চোরাইবাড়িতে।

কাছাড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাসের কাছে জানা গেছে, গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে খবর পেয়ে রাইডিং স্কোয়াড নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অবশেষে বিকেলের দিকে সাফল্য আসে। সূত্রের খবরের ভিত্তিতে জেলার আরকাটিপুর এলাকায় জোরদার তালাশি অভিযান চালায় পুলিশের দল। এক এক করে গাড়ি থামিয়ে তালাশি চলছে। বেগতিক দেখে একটি গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কয়েকজন। পুলিশের এক দল তাদের তাড়া করে অন্য দল গাড়িতে তালাশি চালিয়ে উদ্ধার করে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

টাকাগুলি পরীক্ষা করে জালনোট বলে ধরা পড়ে। নোটগুলির মধ্যে ছিল ৪৫টি ২০০০ টাকার নোট, বাকিগুলো ৫০০-র নোট। ভারতীয় জালনোট ছাড়াও তাদের কাছে মিলেছে একটি সৌদি আরবের রিয়াল। তিন জনকে শিলচর সদর থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এদের জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে জাল নোটের কারবারিদের বড় চক্র ধরা সম্ভব হবে বলে দাবি করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস।

এদিকে, ৯ টি ৫০০ টাকার জাল নোট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাছাড়ে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে জাল নোট সহ ত্রিপুরার তিন যুবক। ছবি নিজস্ব।

অসুস্থ শিশুকে টিকা দেওয়ায় মৃত্যু স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। স্বাস্থ্যকর্মীর গাফিলতিতে ২ মাস ১১ দিনের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অসুস্থতা সত্ত্বেও টিকা দেওয়ায় সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার রামপুর এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা খোকন ত্রিপুরার পুত্র-সন্তানের আজ মৃত্যু হয়েছে। এমনই অভিযোগ তুলেছেন মৃত সন্তানের বাবা খোকন।

খোকন ত্রিপুরা জানিয়েছেন, গত ৫ ডিসেম্বর এইজিএম হাসপাতালে তাঁর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল। জন্মের পর তার শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাই, ওই সময় চিকিৎসকরা তাকে টিকা দিতে বারণ করেন। তিনি বলেন, চিকিৎসকরা দেড় মাস পর তার সন্তানকে টিকা দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় টিকা দেওয়া যাচ্ছিল না। তিনি জানান, গত ৫ ফেব্রুয়ারি রামপুর সাব-সেন্টার থেকে ফোনে তার ছেলের টিকা দেওয়ার জন্য বলেন স্বাস্থ্য কর্মী। কিন্তু ছেলের অসুস্থতার বিষয়ে তাদের জানালেও তারা এতে গুরুত্ব দেননি। খোকনবাবু জানান, তার ছেলের কাশি ছিল। কিন্তু, স্বাস্থ্য কর্মীরা কাশি থাকা সত্ত্বেও তার ছেলেকে টিকা দেন।

তিনি বলেন, টিকা নেওয়ার পর থেকে তার ছেলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি তার প্রচণ্ড জ্বর আসে। কিন্তু ওই সাব-সেন্টারের স্বাস্থ্য কর্মীরা দুশ্চিন্তা করতে বারণ করেন। তিনি জানান, টানা তিনদিন ধরে ছেলের জ্বর না কমায় বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবুও জ্বর কমছিল না। তাই, উপায় না দেখে হাঁপানিয়ায় ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছেলেকে ভর্তি করিয়েছিলেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির গ্লাস ভেঙ্গে দেড় লক্ষ টাকা ছিনতাই ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। গাড়ির দরজার গ্লাস ভেঙ্গে দেড় লক্ষ টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনতাই করল দুস্কৃতিরা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ধর্মনগরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা ধর্মনগরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, ধর্মনগরস্থিত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে এইদিন দেড়লক্ষ টাকা তুলে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ভি.সি রাজু মালাকার। এই টাকা নিয়ে নিজের অল্টো গাড়িতে করে হাপলং এলাকায় রেগার টাকা প্রদান করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ধর্মনগরস্থিত উত্তর জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সন্মুখে গাড়ির অভ্যন্তরে ব্যাগের মধ্যে টাকা ও মেশিনটি রেখে গাড়ির দরজা লক করে সে দোকানে যায় কিছু সামগ্রী ক্রয় করতে। আর এই সুযোগে ছিনতাইকারিরা গাড়ির দরজার কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে টাকার ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায়। রাজু মালাকার দোকান থেকে সামগ্রী ক্রয় করে গাড়ির কাছে এসে দেখতে পায় গাড়ির দরজার গ্লাস ভাঙ্গা। আর গাড়ির অভ্যন্তরে রাখা দেড় লক্ষ টাকা ভর্তি ব্যাগটি নেই। এমনটা জানান রাজু মালাকার।

এইদিকে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান দুই যুবক একটি বাইকে করে গাড়িটির পাশে এসে দাড়ায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই এক যুবক বাইক থেকে নেমে গাড়ির দরজার কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে টাকার ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। ঘটনার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ এবং তদন্ত শুরু করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলের অদূরে থাকা সিসি ক্যামেরার ভিডিও চিত্র দেখে পুলিশ ছিনতাইকারিদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। ধর্মনগর থানার ওসি মিলন দত্ত জানান,তিন মাস পূর্বে রাজু মালাকার আড়াই লক্ষ টাকা সহ টাকা প্রদানের মেশিনটি হারিয়ে ফেলেছিল। তখনও পুলিশ মেশিন ও টাকা উদ্ধার করে রাজু মালাকারের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমির মূল্য নির্ধারণে অনলাইন পদ্ধতির সূচনা রাজ্যে, এতে স্বচ্ছতা আসবে, দাবি রাজস্বমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জমির মূল্য নির্ধারণে উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ। তবে, ২০১০ সালের পর জমির মূল্য নির্ধারণ না হওয়ায় এখন তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শনিবার আগরতলায় জমির রেজিস্ট্রেশন এবং মূল্য নির্ধারণে অনলাইন পদ্ধতির সূচনা করে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা। তাঁর দাবি, অনলাইন পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় জমির চাহিদা এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় জমির খাজনা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু সময়ের সাথে জমির দাম হু হু করে বাড়ছে। তাই, সামঞ্জস্য বজায় রেখে জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, অনলাইনে ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যবস্থায় মানুষ স্বচ্ছতা বজায় রেখে জমি করে-বিক্রয় করতে পারবেন।

এ-বিষয়ে রাজস্ব দফতরের প্রধান সচিব বি কে সাহু বলেন, অন্যান্য রাজ্যে জমির দাম ত্রিপুরার তুলনায় অনেক বেশি। বেসরকারিভাবে ত্রিপুরায়ও জমির সাংঘাতিক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। ফলে সরকারিভাবে জমির নতুন মূল্য নির্ধারণ জরুরি হয়ে উঠেছিল। তাঁর কথায়, এমনটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, জমির দাম এক লাফে অনেকটা বেড়েছে। কিন্তু, দীর্ঘ ১০ বছর বাদে জমির নতুন মূল্য নির্ধারণে মনে হচ্ছে দাম অনেক বেড়েছে। তিনি বলেন, আগামীতে অত্যন্ত সহজে জমির মূল্য নির্ধারণ সম্ভব হবে। বি কে সাহু জানান, এতদিন অফলাইনে সমস্ত কাজ হত। এখন থেকে অনলাইনে জমি সংক্রান্ত যাবতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগেরজলায় অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করলেন সাংসদ প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। শুক্রবার রাজধানীর নাগেরজলা মোটরস্ট্যান্ড বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা শনিবার পরিদর্শন করেছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতি প্রদর্শন ও সবধরনের সাহায্য সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক তার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ ১২ জন ব্যবসায়ীর প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যও প্রদান করেছেন। সরকারি ও সরকারি উদ্যোগে সকলকে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় ব্যবসায়ীদের পাশে দাড়াতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

নাগেরজলা মোটরস্ট্যান্ডে শুক্রবার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি দোকানের মালিককে ৫ হাজার টাকা করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাজ্যে ৪২টি রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ত্রিপুরায় ৪২টি রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বর্ষার মরশুম শুরু হওয়ার আগেই নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শনিবার মহাকরণের ১ নম্বর কনফারেন্স হল-এ পূর্ত দফতরের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় পূর্ত দফতরের প্রধানসচিব শশীরঞ্জন কুমার বলেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪২টি রাস্তা নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই রাস্তাগুলি নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পে এইচএসসিএল ১৯৭টি (৭৮৮.০২৬ কিমি) এনবিসিসি ৭৩৮টি (২৪২৮.৩৯২ কিমি) এবং পূর্ত দফতর ৬৮টি (২৮০.২৯২কিমি) রাস্তার মেরামতির কাজ হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে এইচএসসিএল ৮৬টি (৩১৪.৩৫১ কিমি) এবং এনবিসিসি ৪৮৩টি (১৫৩৪.৮৬ কিমি) রাস্তার মেরামতির কাজ সম্পন্ন করে পূর্ত দফতরের কাছে হস্তান্তর করেছে। বাকি রাস্তাগুলির মেরামতির কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে যে সব রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলি রূপায়ণে যাতে গুণগতমান বজায় থাকে সে বিষয়ে নির্মাণ সংস্থাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

সভায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীন বিভিন্ন কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে যে সব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রকল্পে যে সমস্ত রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে তা বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই সমাপ্ত করতে হবে। এজন্য পূর্ত দফতর, এনবিসিসি এবং এইচএসসিএলকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলেন তিনি।

মানুষকে ভুলিয়ে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা যায় না, বিজেপিকে বিঁধলেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। মানুষকে ভুলিয়ে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বার বার ক্ষমতায় আসা যায় না। বিজেপি-কে নিশানা করে এ-কথা বলেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা তথা সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, সারাদিন গান-বাজনা এবং পূজার্চনায় তাঁদের সময় কেটে যাচ্ছে। ফলে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে যাঁরা মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন তাঁরা এখন হতাশায় ভুগছেন।

শনিবার আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে ত্রিপুরা সভাসুন্দর উন্নয়ন সমিতি ১৫ দফা দাবিতে গণ-অবস্থান পালন করেছে। ওই সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মানিক সরকার বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের চাঁচাছোলা ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরাবাসী নানা ভাবে প্রলুব্ধ হয়ে বিজেপি-আইপিএফটি জোটকে ভোট দিয়েছিলেন। তাই ত্রিপুরায় ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু, মানুষ এখন টের পাচ্ছেন ভোটমুখী প্রতিশ্রুতি কোনওটাই এখন পূরণ হচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় কাজ ও খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। অভাবের তাড়নায় মানুষকে সন্তান বিক্রি করতে হচ্ছে। তবুও ত্রিপুরা সরকারের কোনও হেলদোল নেই।

এদিন মানিক সরকার কটাক্ষের সুরে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রতি মাসে দিল্লি যাচ্ছেন। মোটা অঙ্কের টাকা আনছেন বলে হিসাব দিচ্ছেন। অথচ কোনও কাজ হচ্ছে না। এমন-কি, সরকারি কর্মচারীরা মাসের প্রথম দিকে বেতনও পাচ্ছেন না, উষ্মা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

মানিক সরকার আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-সহ তাঁর মন্ত্রিসভার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সভাসুন্দর উন্নয়ন সমিতির গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা নতুন জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ন্ত্রক বোর্ড উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরাকে নতুন জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দীর্ঘ দিন ধরে এই দাবি জানিয়ে আসছিলেন। আজ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এক চিঠিতে দাবি পূরণের বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যে, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ন্ত্রক বোর্ড গোমতী এবং পশ্চিম জেলাকে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া ঘোষণা দিয়েছিল।

বিদ্যাবিলে জোড়া খুনের মামলায় দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। খোয়াইয়ের বিদ্যাবিল ল্যাংড়াবাড়ি এলাকায় জোরা খুনের ঘটনার রহস্য উন্মোচন হল ৫৩ দিনের মাথায়। খোয়াই চাম্পাহাওয়র থানার মামলার নম্বর ৪৪/২০২০ এর তদন্তকারী পুলিশ অফিসার দিলীপ দেববর্মা ও শম্ভু কুমার দেববর্মা খুনের তদন্তে সাফল্য পেয়েছেন। দুই অভিযুক্ত কিষাণ দেববর্মা ও স্বপণ দেববর্মাকে গত আট ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাদের আদালতে সোপর্দ করেছিল। সাতদিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ। আদালত ধৃত দুইজনকে সাত দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছিল। শনিবার এই দুই অভিযুক্তকে পুনরায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, খোয়াইয়ের বিদ্যাবিল ল্যাংড়াবাড়ি লোহার সেতুর উপর ঝুলানো অবস্থায় পাওয়া যায় দুই যুবকের মৃতদেহ। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছিল চাম্পাহাওয়র থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পৌঁছায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইজিএমে সদ্যোজাত সন্তান বিক্রির চেষ্টা ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। আই জি এম হাসপাতালে থেকে সদ্যো প্রসব হওয়া সন্তানকে অন্যের হাতে হস্তান্তরের প্রয়াস ব্যর্থ করে দিল বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা। মাত্র ২দিন আগে এক প্রসূতি আই জি এম হাসপাতালে সন্তান প্রসব করেন। শনিবার সদ্যোজাত শিশুটিকে অপর একজনের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেন। বিষয়টির আঁচ পেয়ে নজর রাখছিল বেসরকারী নিরাপত্তা কর্মীরা। যথারীতি তারা শিশুটিকে বিক্রি করে দেবার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। আশ্চয্যের বিষয় হলো, পশ্চিম থানার পুলিশ সবকিছু জেনে শুনেও শিশুও শিশুর মাকে ছেড়ে দিয়েছে। এব্যাপারে কোন তদন্তই করা হয়নি বলে অভিযোগ।

বাগবাসা পলিটেকনিকের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্যা ব্যবসার গুরুতর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। শিক্ষক সমাজের মেরুদণ্ড। শিক্ষক শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু শিক্ষক অধ্যাপকরা যখন শিক্ষার বদলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত গঠনে হুমকি দিয়ে শিক্ষাকে ব্যবসায় পরিণত করে থাকেন তখন সে সমাজে অন্ধকার ছাড়া আর আলোর দেখা মিলেনা।

ঘটনা উত্তর জেলার বাগবাসা স্থিত পলিটেকনিকটেল কলেজের। সেই কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল প্রসূন দত্তের অনৈতিক ব্যবহারে নাজেহাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা।পরীক্ষায় পাশ করতে হলে উনার কাছে প্রাইভেট টিউশন নেওয়া বাধ্যতা মূলক এমনি উনার বক্তব্য। প্রতি সেমিস্টারে উনার প্রাইভেট টিউশন চার্জ ৭৫০০ টাকা।

এই খবর সংগ্রহ করতে গেলে হাতেনাতে ধরাপরে যান প্রসূন বাবু। একটা সময় উনি সাংবাদিকদের কাজেও বাধাদানে চেষ্টা করেন। শেষমেশ উনি টিউশন সেন্টার ছেড়ে পালিয়ে যান।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে সরকারি শিক্ষক অধ্যাপকদের প্রাইভেট টিউশন করা সম্পূর্ণ অবৈধ। পাশাপাশি সরকারি শিক্ষক অধ্যাপকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করতে বর্তমান সরকার কড়া হুঁশিয়ারি জারি করেছেন। সেখানে প্রসূন বাবু সরকারি আইনকে তোয়াক্কা না করে অবাধে তার প্রাইভেট টিউশনের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। উনার এই অনৈতিক অবৈধ কাজে রাজ্যের শিক্ষক সমাজ যেমন কলঙ্কিত হচ্ছে। ঠিক তেমনি যে সকল উচ্চ শিক্ষিত বেকারা কর্মসংস্থানের তাগিদে প্রাইভেট টিউশন করে জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে তাদের রুটি রোজিও আজ প্রসূন দত্তের কারনে সংঙ্কটে। কেননা পলিটেকনিক কলেজের প্রিন্সিপাল যখন সরাসরি ছাত্রদের উনার কাছে প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার জন্য হুলিয়া জারি করেছেন। সে ক্ষেত্রে কোন ছাত্র-ছাত্রীই এখন আর কলেজের অধ্যাপকদের ছাড়া অন্য টিউশন সেন্টার থেকে গাইড নিচ্ছে না।

জানা গেছে বাম মার্গিও এই ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল প্রসূন দত্তকে বিগত আমলেও একবার এমনি বহু অভিযোগে ধর্মনগরের পলিটেকনিক কলেজ থেকে বদল করা হয়েছিল। কিন্তু আবার উনি ধর্মনগরে ফিরে এসে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবসায় মেতে উঠেছেন।

প্রসূন দত্ত

নিয়মিতকরণের দাবীতে আট জেলায় শিক্ষা অধিকারীককে স্মারক টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা টেট টিচার্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের অবিলম্বে নিয়মিতকরণের দাবিতে শনিবার রাজ্যের ৮টি জেলায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। রাজ্যব্যাপী আন্দোলন কর্মসূর্চির অঙ্গ হিসেবে পশ্চিম জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছেও ডেপুটেশান প্রদান করা হয়।

টেট টিচার্সদের চাকরীতে নিযুক্তির তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাদের নিয়মিত করা হয়নি। তাতে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন প্রত্যেককে নিয়মিত বেতন ক্রম প্রদানের দাবি জানিয়েছে। শনিবার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের ৮টি জেলার শিক্ষা আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। পশ্চিম জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে ও শনিবার ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক অজয় পাল জানান, মাত্রটি ১০৩২৩ শিক্ষকদের মধ্যে করা টেট উর্ত্তীণ হয়ে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছেন তাদেরকে নিয়মিত বেতন প্রদানের জন্য আদালত নির্দেশ দিয়েছে।

সে অনুযায়ী তাদের নিয়মিত বেতনক্রম প্রদান করা হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে সংগঠন। পাশাপাশি অন্যান্য টেট শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন প্রদানের জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আশা ব্যক্ত করেছেন জনদরদী সরকার তাদের প্রতি সুবিচার করে অবিলম্বে নিয়মিত বেতনক্রম প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ১২৮ ◘ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং ◘ ৩ ফাল্গুন ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

জল বিপদের সতর্কতা

রাজ্যে পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাবে বিভিন্ন রোগ আক্রমণের আশংকা দেখা দিয়াছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে এই পার্বতী রাজ্যে পেটের রোগীর সংখ্যা অত্যধিক। দিনে দিনে তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাজ্য হতে রোগী বহির্রাজ্যে চিকিৎসার জন্য দৌড়াইতেছেন তাহার সিংহভাগই নাকি পেটের রোগী। বহিঃরাজ্যে গণহারে এই পেটের রোগীদের দৌড়ঝাপ এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বহিঃরাজ্যের চিকিৎসকদের অভিমত যে ত্রিপুরার জলই খারাপ। পেটের রোগের মূল কারণ এই জলই। সম্প্রতি, আরও উদ্বেগজনক খবর জনমনে জোর আতংক আনিয়া দিতে পারে। সহযোগী একটি সংবাদপত্রে একটি উদ্বেগজনক খবর প্রকাশ পাইয়াছে। খবরে বলা হইয়াছে, রাজ্যের ভূগর্ভস্থ জলে উদ্বেগজনক ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে আয়রণ, সেই সঙ্গে বিষাক্ত আর্সেনিক। আয়রণ ও আর্সেনিকের বিরাট প্রভাব জন স্বাস্থে ক্ষতিকর। বাড়িতেছে বিভিন্ন রোগ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় রহিয়াছে আয়রণ ও আর্সেনিকের দাপট। টিউবওয়েলের জলও এই দুই মারণরোগের উৎস। আর্সেনিক এমনিতে বিষাক্ত। আর্সেনিকের প্রভাব ছড়া, নদী কুপের জল দূষিত হইয়া পড়ে। রাজ্যের কিছু পাহাড়ি এলাকায় কলেরাজনিত রোগও মহামারীর আকার নেয়। তবে, বিশেষজ্ঞরা জানাইয়াছেন জলের আয়রণ রিম্যুভাল করা গেলেও আর্সেনিক দূর করা কঠিন। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আর্সেনিক বাড়িয়াই চলিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

যদি আর্সেনিকের এই তথ্য সম্পর্কে রাজ্য সরকার নিশ্চিত হন তাহা হইলে তো বসিয়া থাকিবার কোনও সুযোগ নাই। শহর এলাকায় বসবাসরত লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তো উদ্বেগ বাড়িয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সরকারকে উদ্যোগী হইয়া আর্সেনিকের প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা নীরিক্ষার পর দ্রুত ব্যবস্থা নিতেই হইবে। রাজ্যকে আর্সেনিকের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তাহা সাধারণ্যে অতি দ্রুত বিজ্ঞাপিত করা উচিত। রাজধানী শহর আগরতলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলে বিপুল পরিমাণ আয়রণ আছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান বাড়ী ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করিয়া নিতেছে। অয়রণ রিম্যুভ্যাল প্ল্যান্ট বসাইয়াছে। কিন্তু, রাজধানীর সিংহভাগ নাগরিকের সেই ক্ষমতা নাই। আয়রণ মুক্ত করা গেলেও আর্সেনিক মুক্ত করিবার সুযোগ কতখানি বা তাহার কোনও মেশিনপত্র আছে কিনা সাধারণ্যে তাহা অজানা। রাজধানী শহরের পানীয় জলের মূল উৎস হাওড়া নদী। ইহা ছাড়া ভূগর্ভস্থ জলও পাইপ লাইনে ছাড়া হয়। পুর নিগম সরবরাহকৃত জলের মিটার লাগানোর পরিকল্পনা নিয়াছে। শহরের বিস্তীর্ণ এলাকাতেই এই কর্মসূচী মুখ থুবরাইয়া পড়িয়াছে। কথায় আছে জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু, এই জলই অনেক সময় জীবন নিয়া টানাটানি করে। জলই আজ পৃথিবীর সামনে সবচাইতে শংকার। একজন জল বিশেষজ্ঞের মতে, পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হইতে পারে জলের জন্য। ত্রিপুরায় জল সংরক্ষণেরও কোনও উদ্যোগ নাই। ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী মিজোরামে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করিয়া রাখা হয়। আগামীদিনে ত্রিপুরাত্যে সেই উদ্যোগ না নিলে জল সংকট মোকাবেলা কঠিন হইতে পারে।

আগরতলার জলের সিংহভাগ জলের চাহিদা মেটায় হাওড়া নদীর জল। কিন্তু, হাওড়া নদীতেই তো শুখা মরশুমে জল থাকে না। তাহা ছাড়াও হাওড়া নদীকে সংস্কার ইত্যাদির জন্য প্রকল্প নেওয়া হলেও তাহা এখনও বিশ বাও জলের নীচে। হাওড়া নদীকে সংস্কার করিতে কেন্দ্রও বরাদ্দ দিয়ছে কিন্তু, এই নদী সংস্কারেরতেমন জোর উদ্যোগ নাই। ত্রিপুরার সম্ভবত সবচাইতে কম দৈর্ঘ্যের নদী। তাহার উৎপস্থিতি ছিল বড়মুড়ায়। শহর আগরতলার কাছে এই হাওড়া নদীর প্রয়োজনীতা কত বেশী তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের নদীর প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের নদীতে প্রতিনিয়ত দূষণ বাড়াইতেছে। বিভিন্ন নিষিদ্ধ ও বিষাক্ত বর্জ্য নদীতে ফেলিয়া দিবার অভিযোগ আছে। মরা গরু পশুকে নদীতে ভাসিতে দেখা গিয়াছে। যেহেতু হাওড়া নদী শহর আগরতলার জলের চাহিদা মেটায় সুতরাং এই নদীকে দূষণ মুক্ত, বিষাক্ত মুক্ত রাখা অনেক বেশী জরুরী। নদী ছোট ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের হইলেও হাওড়া নদীর গুরুত্ব অনেক বেশী। এই নদীকে সংস্কার করিয়া জলের চাহিদা মিটানো নিশ্চিত করাই হইবে বড় কাজ। চারিদিকে যখন বিষাক্ত আর্সেনিক ফণা তুলিয়াছে তাহা হইলে এখনই সতর্ক হইতে হইবে। কোনও রকম কাল বিলম্ব হইবে আত্মহননের সামিল।

নির্বাচনে দলের বুথকর্মী মনোনয়নের ওপরেও গুরুত্ব বিজেপি-র সম্মেলনে

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সিএএ নিয়ে মানুষের মন বুঝতে হবে। বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের বার্তা এমনই। শনিবার কলকাতায় দলের এক সম্মেলনে একথা জানানো হয়।

আগামী নির্বাচনে দলের বুথকর্মী মনোনয়নের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয় এদিনের সম্মেলনে। ঠিক হয়, রাজ্যের শাসক দলের কাটমানি, দুর্নীতি হবে পুরভোটে হাতিয়ার। ১০ মার্চের মধ্যে রিপোর্ট তৈরী করে জানাতে হবে বুথের পরিস্থিতি। মূলত পুরভোটকে সামনে রেখে হচ্ছে বিজেপির এই সাংগাঠনিক বৈঠক। শুক্রবার মহারাষ্ট্র নিবাস হলে প্রথম পর্যায়ের বৈঠক হয়। শনিবার বৈঠক হচ্ছে পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে। ঠিক হয়েছে, প্রতি বুথে ১০ জন করে সক্রিয় কর্মীকে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। সরাসরি তাঁরা যোগাযোগ রাখবেন রাজ্য নেতাদের সাথে।

জেলা সভাপতিদের উদ্দেশে বঙ্গ বিজেপির প্রধান সেনাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, "দিল্লির ভোটের ফলাফল নিয়ে ভাবার কারণ নেই। বুথে বুথে শাসকদলের বিরুদ্ধে সমানে সমানে লড়াই করবে এরকম "দমদার" নেতা দরকার।

তবে, খাতায়-কলমে থাকা বুথস্তরের কর্মকর্তাদের আদৌ অস্তিত্ব রয়েছে কিনা, তা নেতৃত্ব যাচাই করে দেখছেন। সূত্রের খবর, গতকালের বৈঠকেই দলীয় সদস্যদের অস্তিত্ব যাচাইয়ের নির্দেশ দেন শিবপ্রকাশ। তিনি জানান, "দিল্লিতে বিধানসভা ভোটের আগে পঞ্চ পরমেশ্বর নাম দিয়ে প্রতি বুথ থেকে পাঁচজনকে নিয়ে বৈঠক করেছিলেন দলের প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অথচ ভোটের দিন লক্ষ্য করা যায়, বুথের অধিকাংশ কর্মকর্তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। ফলে দল যে রণকৌশল রচনা করেছিল, তা মুখ থুবড়ে পড়ে।"

দিল্লির প্রসঙ্গ তুলে ধরে দলের সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) শিবপ্রকাশ নির্দেশ দিয়েছেন, "রাজ্যে প্রতিটি বুথের কমিটির সদস্যদের ছবি ও মোবাইল নম্বর দিতে হবে। তাঁরা আদৌ রয়েছেন কিনা, তার ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করতে হবে। যে সব বুথে সংগঠন শক্তপোক্ত নয়, সেখানে রাজ্য নেতাদের গিয়ে রাত্রি যাপন করতে হবে।

শ্রীনিবাসের মত প্রতিভাদের সুযোগ দেওয়া হবে : রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জোড়া মোষের সঙ্গে সমান তালে দ্রুত গতিতে দৌড়ে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছেন কর্ণাটকের বাসিন্দা শ্রীনিবাস গৌড়া। ১৪২.৫০ মিটার দৌড় তিনি শেষ করেন মাত্র ১৩.৬২ সেকেন্ডে। যা নিয়ে তাঁর তুলনা কিংবদন্তি অলিম্পিয়ান উইসেন বোল্টের সঙ্গে হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসা মাত্রই ট্যুইটারে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু লেখেন, দেশের মধ্যে থাকা এমন ধরণের প্রতিভাদের আরও সুযোগ করে দেওয়া হবে।

নিজের ট্যুইটবার্তায় কিরেন রিজিজু আরও লেখেন, সাইয়ের(স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) বর্ষীয়ান প্রশিক্ষককের সামনে ট্রায়াল দেওয়ার জন্য ডাকা হবে শ্রীনিবাসকে। অলিম্পিক এবং বিশেষ করে অ্যাথিলেটিক্সের মান নিয়ে খুব কম মানুষই অবগত।

অগ্নিপরীক্ষায় জয়ী কেজরিওয়াল

গৌতম রায়

দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতবর্ষের মানুষদেরভেতর যে আগ্রহ এবং উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তেমনটা ভারতের কোনও বিধানসভা নির্বাচনে আমরা সাম্প্রতিক অতীতে দেখিনি। দেশের রাজধানীর বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তাৎপর্য চিরদিনই বেশি থাকে, কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে আরএসএসের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি একক গরিষ্ঠতা নিয়ে আবার ফিরে আসবার পর মহারাষ্ট্র- রাজস্থান-মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়, যে রাজ্যগুলিতে নির্বাচন হয়েছে, সেখানেই শাসক বিজেপির বিজয়রত মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এইরকম একটি পরিস্থিতি ভেতর ভারতের সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারাও ৩৫ এ ধারার অবলুপ্তির পর দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের জমি কেবলমাত্র একাংশের রাজনৈতিক হিন্দুদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তথাকথিত 'রামলালা'র জমি হিসেবে নির্ধারিত করে দেওয়ার প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র ধর্মীয় মেরুকরণকে সম্বল করে, নাগরিকপঞ্জির নামে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের নামে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার যে ষড়যন্ত্র রাজনৈতিক হিন্দু শিবির করছে, তার প্রেক্ষিতে দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনটি ছিল গোটা ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরের কাছে একটি অগ্নিপরীক্ষা।

এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল যেন বৌদ্ধ দর্শন অবলম্বন করে একটা অভাবনীয় সাফল্য নিজেরঘরে তুলেছেন। সেই সাফল্যের ভাগ এখন গোটা অবিজেপি শিবির নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নানা ধরনের আত্মতৃপ্তি পেতে চাইছে জমার কথা হল, ভারতবর্ষে আজ নেহরু ঘরানার কিংবা বামপন্থীদের ধর্মীনরপেক্ষতা প্রায় অবলুপ্ত। ব্যক্তিজীবনে ধর্মাচরণ করুন বা না করুন, সামাজিক জীবনের, রাষ্ট্রীয় জীবনে, প্রকাশ্য ধর্মাচরণের প্রশ্নে নেহরুর যে ধর্মনিরপেক্ষ এবং একটা সমাজিতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসুত আঙ্গিক ছিল, যেটি বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ত্রিপুরা বা সর্বভারতীয় অন্যান্য প্রেক্ষিতে ভীষণভাবে অনুসরণ করে চলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অ-বাম রাজনৈতিক সিবির সরে এসে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে একটা প্রকাশ্য ধর্মাচরণের আচার আচরণের ভেতর দিয়েই ধর্মান্ধতার সাম্প্রদায়িকতার মৌলবাদের মোকাবিলার রাস্তায় হাঁটতে চাইছে।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই তৃতীয়বারের জয়ের ভেতর দিয়ে সেই বিষয়টিই কিন্তু খুব পরিষ্কার হয়ে গেল। নেহরু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একটিবারের জন্য রাষ্ট্রধর্মের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিজীবনের ধর্মবিশ্বাসকে, অধ্যাত্মিক চেতনাকে মিলিয়ে দেননি, মিশিয়ে দেননি। ব্যক্তিজীবন নাস্তিক না হয়েও তিনি কখনই রাষ্ট্রনায়কের পদে অধিষ্ঠিত থেকে ধর্মচর্চার পসরা নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হননি।

এই জায়গাটি তাঁর কন্যা ইন্দিরা কিন্তু খুব সুস্পষ্টভাবে মান্যতা দিয়ে চলেছেন, একথা বলা যায় না। ব্যক্তিজীবনে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ হলেও একক ক্ষমতা এবং একক আধিপত্য বাজায় রাখার স্বার্থে,তাঁর দলকংগ্রেসের ভেতর মোরারজি দেশাই, এস নিজলিঙ্গাপ্পাকে কামরাজ, সঞ্জীব রেড্ডি, এমনকী তাঁর নিজের শিবিরে থাকা অতুল্য ঘোষ প্রমুখ দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শিবিরের লোকজনদের মোকাবিলা করতে কখনও কখনও নরক সাম্প্রদায়িকতার পথে হেঁটেছেন।

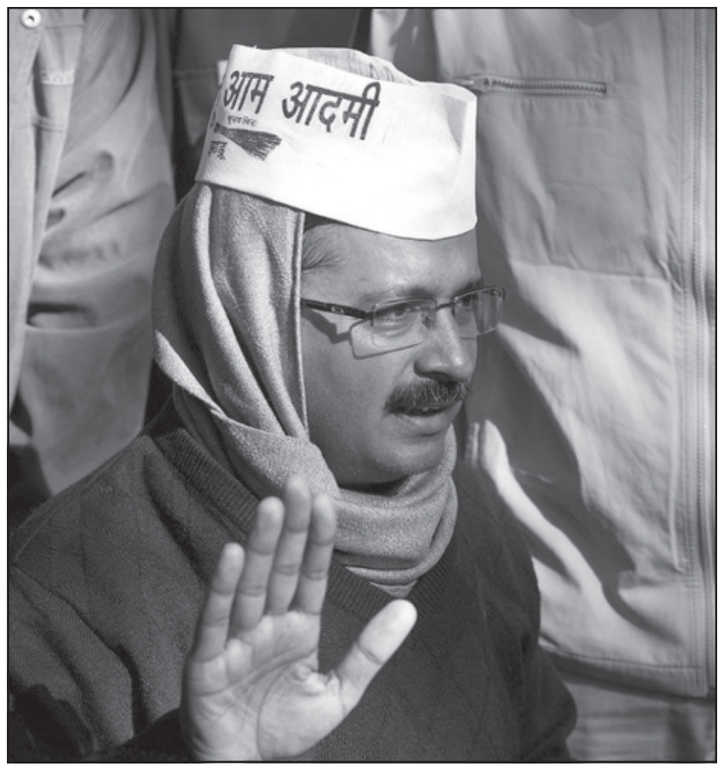

অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁর বিগত ১০ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে যেমন, তেমনই সদ্যসমাপ্ত দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারেও নরম সাম্প্রদায়িকতার রাস্তাতে হেঁটেই আরএসএস-বিজেপির উগ্র ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা করেছেন। রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে বিজেপি যখন রামমন্দিরের তাস খেলে উগ্র পাকিস্তান বিরোধিতার নাম করে মুসলমান সম্প্রদায়কে কাঠগড়ায় তোলবার মানসিকতা নিয়ে দেশপ্রেমের নামে উগ্রতার মিশেল ঘটিয়ে সামাজিক বিভাজনের একটা বয়াবহ পথকে নিজেদের রাজনৈতিক সাফল্যেরসোপান হিসেবে বেছে নিতে চেয়েছে তখন কিন্তু অরবিন্দ কেজওরিয়াল প্রকাশ্যে হনুমান চালিশা পাঠ, ধর্মস্থানে যাওয়া এমনকী নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে তাঁর নাকের ডগায় প্রবাহমান, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের গর্ভভূমি শাহিনবাগে একটিবারের জন্য না যাওয়া, এইসবের ভেতর দিয়ে ভোট সমীকরণের রাজনীতিতে, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদের মোকবিলায় এক অসাধারণ সাফল্য নিজের ঘরে তুলেছেন।

এই সাফল্য দিয়ে ভোট রাজনীতির নিরিখে সাময়িক যে দিকচিহ্ন কেজরিওয়াল স্থাপন করতে পারলেন, তা নিঃসন্দেহে উগ্র রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক শিবিরকে একটা বাধার দেওয়ালের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু সেই বাধার দেওয়ালটি সিমেন্টের, না কাদামাটির গাঁথনি, সেটি নির্ধারণের সময় কিন্তু এখনও আসেনি। বাধার দেওয়ালটিকে কাদামাটির গাঁথুনি অনুভব করে,হিন্দু সাম্প্রদায়িকেরা সেটিকে ধ্বংস করে, তাদের উগ্রতার বিজয় বৈজয়ন্ত্রীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে কিনা এই প্রশ্নটির মীমাংসা কিন্তু দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভেতর দিয়ে হয়ে যায়নি।

উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলায়, নরম সাম্প্রদায়িকতা সামরিক সাফল্য আনতে পারে, কিন্তু সেই সাফল্য সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তাঁদের উপর রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক দের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক -সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় নির্যাতন, যা খেন কার্যত তাঁদের ভাতে মারার উপক্রমকে অতিক্রম করে, প্রাণে মারবার জায়গায় এসে উপস্থাপিত হয়েছে, সেই সমস্যার ক্ষেত্রে কতখানি স্বস্তিদায়ক একটি বার্তা বয়ে আনবে, তার গোটা প্রেক্ষিত কিন্তু এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না।

কারণ বিজেপি আরএসএসের উগ্রতার মোকাবিলায়, নরম সাম্প্রদায়িকতার যে আঙ্গিক, যে কৌশলটিকে কেজরিওয়ালের নির্বাচনী সাফল্যের একটি দিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, সেই দিকটা কিন্তু আর যাই হোক, ধর্মনিরপেক্ষাতার প্রশ্নে,ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান নির্দেশিত ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে, আদৌ কোনও স্বস্তিদায়ক মীমাংসাসূত্র নয়। নরম সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলা করতে আরএসএস-বিজেপি উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে কোন জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে তার অভিজ্ঞতা কিন্তু আপামর ভারতবাসীর আছে। সেই পথে বিজেপি যে হাঁটবে না, তা কিন্তু কোনও অবস্থাতেই নিশ্চিত করে বলতে পারা যায় না। তাই আমাদেরভাবতে হবে, বিভাজনের রাজনীতির, ধর্মান্ধতার রাজনীতির, পরবির্ত শক্তি হিসেবে রাহুল গান্ধি বা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রকাশ্যে কোনও উপসানালয়ে গিয়ে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে, সুসজ্জিত হয়ে, দেবার্চনা, বা ধর্মগ্রন্থ পাঠ, আপামর ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু জনগণের কাছে কতখানি আশাভরসার বিষয় হয়ে পারে সেই সম্পর্কে।

ভারতের রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মান্ধ রাজনৈতিক হিন্দু রাজনীতিকেরা, রামমন্দির, সমজিদ, হিন্দু মুসলমান, জাতি-ধর্ম ভাষার বিভাজনকে প্রথম এবং প্রধান প্রতিপাদ্য হিসেবে তুলে ধরে। আর তার মোকাবিলা অসাম্প্রদায়িক শিবির হনুমান চালিশা পাঠ বা শাহিনবাগের মতো আন্দোলনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে ও নিজের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী অবস্থান, চরিত্র অটুট রাখবে, এই যে কৌশল সেই কৌশলে কিন্তু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে অর্থনীতির মূল প্রশ্নগুলো। অবহেলিত হচ্ছে মানুষের রুটিরুজিকে ঘিরে সাধারণ দাবিদাওয়াগুলি।

একবারও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে না অস্বাভাবিক বেকারির কথা, ভয়ঙ্কর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা, শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নটি একেবারে তালনিতে এসে ঠেকে যাওয়ার বিষয়টি ফসলের দাম না পেয়ে কৃষকের আত্মহত্যা করার বিষয়টি, ঋণের দায়ে জর্জরিত কৃষকের আত্মহত্যা করার প্রসঙ্গটি, বন্ধ কলকারখানার কথা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি জলের দরে শাসকের তাঁবেদার শিল্পপতিদের কাছে বেচে দেওয়ার প্রসঙ্গটি, রেলবেসরকারিকরণের উদ্যোগ, এলআইসি বেসরকারিকরণের উদ্যোগ, এমনক ডাক ব্যবস্থাকে পর্যন্ত বেসরকারিকরেণ উদ্যোগের বিষয়টি।

আপাতভাবে বলতে হয় মানুষকে ধর্মান্ধতার বটিকা সেবন করিয় মাতালকরে দেয়ার যে অভিপ্রয়া, ধর্মান্ধ রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক শিবির করেছে, সেই কাজে তারা যে আপাত সফল সেটি খুব পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অবিজেপি, অ-বাম শিবিরের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রশ্নে বা নির্বাচনী সংগ্রামের প্রশ্নে নরম সাম্প্রদায়িকতার পথে না হেঁটে সেই ক্ষেত্রের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবার প্রয়াস সেভাবে না নিয়ে,২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ মাগুল মকুব বা সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য পয়সা মকুব-এইসব বিষয়গুলি একুশ শতকের প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় সাফল্যের নিরিখে ভারতবর্ষের পঙ্গু অর্থনীতির পুনর্জাগরণকে কোন পর্যায়ে প্রভাবিত করবে?

আলঙ্কারিক উন্নয়ন নির্বাচনী সাফল্য এনে দিতে পারে। সে পথে বামপন্থীরা পশ্চিবঙ্গে না হেঁটে কতখানি কথখানি রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন, এ প্রশ্ন ও তোলা আজ অসঙ্গত নয়। কিন্তু এর পাশাপাশি এ প্রসঙ্গ উঠে আসে যে সাম্প্রদায়িকতাকে ভারতবর্ষের সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সামস্কৃতিক জীবনের একটি অঙ্গ, হিসেবে যখন আরএসএস বিজেপি উপস্থাপিত করতে চায় তখন তার মোকাবিলায় অর্থনৈতিক প্রশ্নে সামাজিক প্রশ্নে, সাংস্কৃতিক প্রশ্নে, কোনও ধরনের দৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী চিন্তাভাবনার পথে না হেঁটে, নরম সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যাধি উপশমের একমাত্র উপায় হিসেবে ধরে নেওয়ার ভেতর দিয়ে গোটা দেশকে আমরা কী ধরনের ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছি, সেই বিষয়টি। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মহিলাদের ভোট রুচি প্রভাবিত দিল্লীতে

স্বপন দাশগুপ্ত

দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনে 'আম আদমি পার্টি'র দুর্দান্ত জয়ের পর বহুবিধ মন্তব্য উঠে আসছে। এমনটা যে হবে, প্রত্যাশিত ছিল। যদিও সে জনাদেশের তাৎপর্য খোঁজার আগে, এই নির্বাচনী ফলাফল, কী কী বিষয়ে মোটেও ইঙ্গিত দেয় না— সেটাও ভাল করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত,এই ফল কোনওভাবেই নির্দেশ করে না যে, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন, তা ইদানীং লোপ পাচ্ছে। প্রসঙ্গত, দেখা যাচ্ছে, জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের নির্বাচনে ভারতবাসীর ভোটপ্রদানের তরিকা ক্রমাগত বদলে বদলে যাচ্ছে। সম্প্রতি হরিয়ানা এবং ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনেই তা একদফা দেখা গিয়েছিল। সেই ছাঁচেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল দিল্লিতে। তবে, 'ইন্ডিয়া টুডে'র দেশজোনা রাজনীতি বিষয়ক 'মুড অফ দ্য নেশন' নামের সমীক্ষায়, যা এই বছরের জানুয়ারিতে করা হয়েছিল, কিন্তু অন্য একটি কথা বলা হয়েছিল।

সমীক্ষাটি বলেছিল, এখনই যদি একটা সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়, তাহলেও লোকসভার আসনে সীমিত ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিয়ে বিজেপি এবং তার মিত্রপক্ষ বা জোটপক্ষরা সুরক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গেই জিতবে।

দ্বিতীয়ত শাহিনবাদে মুসলিম নারীদের প্রতিবাদ খাপছাড়াভাবে বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, দিল্লীর নির্বাচনী ফলাফল যে জনসাধারণের নাগরিকত্ব সংশোধিনী আইনের বিরোধিতা নির্দেশ করছে—মোটেই তা প্রমাণ করে না। বরং নির্বাচনের আগে, শেষ দশদিন দিল্লী জুড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর আক্রমণাত্মক প্রো-সিএএ প্রচারাভিযান অন্য ইঙ্গিত দেয়। এই দশদিনব্যাপী নির্বাচনী প্রচারের ফলে বিজেপির ভোট অন্তত প্রায় ১০ শতাংশ তো বেড়েইছে।৭০টি আসনের মধ্যে ৮টি আসনের বেশি বিজেপি জিততে পারল না ঠিকই। কিন্তু দেখা গিয়েছে, ১৯৯৩ সালে দিল্লী বিধানসভা গঠনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত বিজেপির পক্ষে এটাই (শতাংশের বিচারে) সর্বোচ্চ জনপ্রিয় ভোট। প্রচারাভিযানের আগে এনডিএ-র তরফে জনমত আটকে ছিল ৩০ শতাংশে। দল রীতিমতো ধুঁকছিল। ময়দানে নেমে, অমিত শাহ,তাঁর প্রভাববিস্তারকারী উত্তেজক প্রচারের মাধ্যমে, এনডিএ-র ঝুলিতে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট যোগ করলেন।

কিছুটা পরামর্শের ঢঙেই বলা হচ্ছে, সিএএ-র সমর্থনে এই চড়া প্রচার নাকি পশ্চিমবঙ্গে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারবে না। যারা বলছে, তারা একটা কথা ভুলে যাচ্ছে। সামনেই ২০২১ -এর মে মাসে, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গে সিএএ কোনও জাতীয় ইস্যু নয়, বরং স্থানীয় এই আইনের সুবিধা পাবে মুলত পূর্ব ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, অসম,

বিহারের মানুষ। আর এই সবক'টি রাজ্যেই আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন।

সেই নিরিখে দিল্লীতে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের ইস্যুর মধ্যে, একটি স্পষ্ট ফারাক ছিল। 'আপ' সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বিপরীতে কোনও প্রতি আখ্যান গড়ে তুলতে বিজেপি ব্যর্থ হয়েছে বলেই তাদের এই পরাজয়। বিগত পাঁচ বছরে 'আপ' প্রশাসন বিদ্যুৎ মাশুলে ছাড় দিয়েছে বিনামূল্যে জল সরবরাহ করেছে, রাজ্য সরকারের বিদ্যালয়গুলির গুণগত মান বৃদ্ধি করেছে। এ সমস্ত তাদের অবদান, তাদেরই কৃতিত্ব। এর সঙ্গে 'উজ্জ্বলা প্রকল্প' এবং 'কিষান সম্মান যোজনা'র তুলনা করা যেতে পারে, যা ২০১৯ -এর সাধারণ নির্বাচনের সময় নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিল। কেজরিওয়াল সরকারের জনহিতকর প্রকল্পগুলির বিপরীতে কোনও উপযুক্ত সমালোচনা তুলে ধরা বা অন্য কোনও ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি তৈরির পরিসর রচনা করা---দিল্লীতে বিজেপি কোনওটাই পারেনি।

সুতরাং, বার্তা স্পষ্ট, আদর্শ যা-ই হোক না কেন, তাকে পরিপূরক হবে। কীসের সঙ্গে পরিপূরক হতে হবে? না, স্থানীয় প্রশাসনের চোখে যেগুলো কিনা এলাকারই গভীর সমস্যা। সেই সমস্যাগুলোর ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। এই প্রসঙ্গে পুরনো কথাটা একবার ঝালিয়ে নিলে মন্দ হয় না ২০০২,২০০৭,ও ২০১২-র গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত পর্বে আদর্শ এবং আবেগজাত ইস্যুগুলো বড় ভূমিকা পালন করেছিল। নরেন্দ্র মোদি দারুণভাবে জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু তার পরিপূরক হিসাবে ছিল সুপ্রশাশনের সুদীর্ঘ রেকর্ড। স্থানীয় ইস্যুর সঙ্গে আদর্শের এই মিশেল-ই মোদির নির্বাচনী আখ্যানের প্রধান পরিচয় হলমার্ক।

'মোদি মডেল'-এর অন্যতম সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট ছিল আঞ্চলিক দলীয় সংগঠনে জোর দেওয়া। যখনই দৃঢ় দলীয় সংগঠনকে মেরুদণ্ড করে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালিয়েছে, ততবারই বিজেপি তার সেরাটা দিয়েছে। শুধু নির্বাচন আসন্ন হলে নয়, বিজেপির এই শ্রেষ্ঠত্ব বছর জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়। ২০১৭ -র দিল্লীর পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়লাভের পর আঞ্চলিক দলীয় অন্তর্কলহ-বিবাদ ও জটিলতার কারণে এই দল বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদে কেজরিওয়ালের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নিদারুণ অভাবের কথা আগেই বলেছি, অতীতে, দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বীতায়, বিজেপি সবসময় একজন স্পষ্ট ও বিশিষ্ট মুখকে মুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রার্থী করে লড়াইয়ে নেমেছিল। তবে, বাজি রেখে বলা যায় না যে, বিশিষ্ট বা পরিচিত কোনও মুখ থাকলেই নির্বাচনের মোড় ঘুরে যাবে বা যায়। বাস্তবে এর ফল কখনও ফলেছে। কখনও আবার ফলেনি।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

শনিবার আগরতলায় রেভিউ ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

দমননীতি দিয়ে খালেদার মুক্তির দাবি দমানো যাবে না: মির্জা ফখরুল

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৫।। সরকার ‘দমননীতি’ দিয়ে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিকে ‘দমিয়ে রাখতে’ পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।তিনি বলেছেন বলেন, সরকার মনে করেছে, এইভাবে নির্যাতন করে, নিপীড়ন করে, গ্রেপ্তার করে, গুম করে জনগণের যে প্রাণের দাবি, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি, গণতন্ত্রের মুক্তির দাবিকে তারা দাবিয়ে রাখবে, দমিয়ে রাখবে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এভাবে দমননীতি নিয়ে, নির্যাতন-নিপীড়ন করে জনগণের যে ন্যায্য দাবি, সেই দাবিকে কখনো দমন করা যায় না।

শনিবার পুলিশের বাধায় খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিভে মিছিল করতে না পেরে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক সংপ্তি সমাবেশে বিএনপি মহাসচিবের এই মন্তব্য আসে।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ‘অত্যন্ত খারাপ’ মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন,আমরা বার বার তার মুক্তির দাবি করেছি, জামিন চেয়েছি এবং মুক্তির মধ্য দিয়ে তার চিকিৎসার দাবি জানিয়েছি। আমরা তাদের কাছ থেকে কোনো রকমের সাড়া পাইনি।আমরা আশা করব, অতি দ্রুত মানবিক কারণে দেশের জনগণের দাবিকে সম্মান করে তারা (সরকার) দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অবিলম্বে মুক্তি দেবেন।বিএনপি মহাসচিব তার বক্তব্যে নেতা-কর্মীদের সমাবেশ শেষে শান্তিপূর্ণভাবে ঘরে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন,আমরা কোনো সুযোগ দিতে চাই না। দয়া করে এখান থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ঘরে যাবেন। পরবর্তী কর্মসূচি পরে ঘোষণা করব।তিনি অভিযোগ করেন,আমাদের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে তারা গুম করেছে, খুন করেছে, নির্যাতন করেছে। আমাদের প্রায় ৩৫ ল নেতা-কর্মীকে আসামি করেছে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন, লড়াই করেছেন। তাকে আজ ২ বছর ৭ দিন ধরে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে।নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিকাল ৩টায় এই সমাবেশ শুরু হয়। দেড় ঘণ্টার এই কর্মসূচিতে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেন বিএনপি নেতারা। রিকশার ওপরে দুটি মাইক লাগিয়ে সমাবেশের কাজ চলে।

বিএনপি ঘোষণা দিয়েছিল, খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে সারা দেশে ঘোষিত বিভে কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকায় শনিবার বেলা ২টায় মিছিল হবে নয়া পল্টনে দলের কার্যালয়ের সামনে থেকে।কিন্তু সকাল ৯টা থেকেই পুলিশ বিএনপি কার্যালয়ে ঘিরে রাখে। নয়া পল্টন থেকে বিজয়নগর, তোপখানা সড়কের অলি-গলিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকতে দেখা যায়। কর্মীদের কার্যালয়ে প্রবেশ করতেও বাধা দেওয়া হয় বলে নেতাদের অভিযোগ।এরকম অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে বেলা আড়াইটায় হাবিব উন নবী খান সোহেল ও কাজী আবুল বাশার নেতা-কর্মীদের নিয়ে কার্যালয় থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে সমবেত হন।সোহেল বলেন, তারা সেখানে সংপ্তি সমাবেশ করবেন। এ সময়ে কার্যালয়ের প্রধান ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সদস্যরা সরে পেছনে চলে যান।পুলিশ সরে যাওয়ার পর রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা নেতা-কর্মীরা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সমবেত হতে শুরু করেন। খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে স্লোগান ধরেন তারা।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন,আজকে দেশ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই অবস্থা থেকে দেশকে রা করতে হলে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে। গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হলে আগে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে হবে। আজকে আমরা কর্মীদের যে সাহস দেখেছি এভাবে যদি আপনারা রাস্তায় থাকেন, ইনশাল্লাহ অচিরেই দেশনেত্রীকে আমরা মুক্ত করতে পারব।

স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন,দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি যে ভালোবাসা, এটাকে বুকে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের লাঠি-পেঠা করুক, প্রতিবাদ থামবে না। জেলখানায় ভরুক, প্রতিবাদ থামবে না। আমাদেরকে গুম করুক, প্রতিবাদ থামবে না। এই প্রতিবাদ চলতেই থাকবে।

বিএনপির মহানগর দিণের সভাপতি হাবিব উন নবী খান সোহেলের সভাপতিত্বে ও মহানগরের কাজী আবুল বাশার ও আহসানউল্লাহ হাসানের পরিচালনায় এ সংপ্তি সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ভাইস চেয়ারম্যান এজেডএম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আবদুস সালাম, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, মহানগরের বজলুল বাসিত আনজু, যুব দলের সাইফুল আলম নীরব, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, স্বেচ্ছাসেবক দলের শফিউল বারী বাবু, আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, মহিলা দলের আফরোজা আব্বাস, সুলতানা আহমেদ, শ্রমিক দলের আনোয়ার হোসেই, কৃষক দলের হাসান জাফির তুহিন, ছাত্র দলের ফজলুর রহমান খোকন, ইকবাল হোসেন শ্যামল বক্তব্য দেন।

স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় সমাবেশে দলের কর্মীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনেন। তবে তিনি নিজে বক্তব্য দেননি।অন্যদের মধ্যে বিএনপির শ্যামা ওবায়েদ, সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, মাসুদ আহমেদ তালুকদার, আজিজুল বারী হেলাল, মীর সরফত আলী সুপু, আমিনুল হক, শিরিন সুলতানা, আবদুস সালাম আজাদ, মীর নেওয়াজ আলী, শামীমুর রহমান শামীম, শহীদুল ইসলাম বাবুল, খন্দকার মাশুকুর রহমান, হারুনুর রশীদ, সেলিমুজ্জামান সেলিম, দেওয়ান মো. সালাহউদ্দিন, খন্দকার আবু আশফাক, সাখাওয়াত হোসেন খান, মজিবুর রহমান এবং ঢাকা দণি সিটি করপোরেশনের গত নির্বাচনে ধানের শীষের মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেনসহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

খালেদার প্যারোলে মুক্তির প্রশ্নে আন্তরিক থাকবেন প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৫।। খালেদা জিয়া প্যারোলে মুক্তি চেয়ে আবেদন করলে ‘বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার জন্য’ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘আন্তরিক থাকবেন’ বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম।দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হয়ে দুই বছর ধরে কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদার মুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীর ‘মানবিকতা’ চেয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতাসীন দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে ফোন করার পরদিন একথা বললেন সরকারের এই মন্ত্রী।

শনিবার ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত ভবন উদ্বোধন ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর ‘আন্তরিকতার’ পাশাপাশি এ বিষয়ে সাংবিধানিক সুযোগ ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও মাথায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তাজুল ইসলাম।তিনি বলেন,বেগম জিয়া জেলখানায় আছেন, উনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সংবিধানের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান সুযোগ পাবে, বেগম জিয়া যেহেতু একটি দলের প্রধান এবং উনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার ব্যাপারে রাষ্ট্র অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সব বিষয় পর্যবেণ করছেন এবং তার জন্য কাজ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এর অংশ হিসেবে উনি প্যারোলে মুক্তি চেয়েছেন, এ রকম কোনো আবেদন আসলে রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।যেটুকু সুযোগ আছে, সীমাবদ্ধতা এবং সুযোগ সবগুলাই আমার মনে হয় রাখবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য যেমনি আন্তরিক বেগম জিয়ার বেলায়ও সেখানে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার জন্য আন্তরিক থাকবেন। কিন্তু সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার যত সুযোগ আছে সেই সুযোগের বেশি তো আর দেওয়া যায় না।

প্রায় বছরখানেক কারা কর্তৃপরে তত্ত্বাবধানে খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও তার শারীরিক অবস্থা ‘গুরুতর’ বলে স্বজন ও বিএনপি নেতাদের ভাষ্য।৭৪ বছর খালেদা জিয়া আর্থাইটিস ও ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। তিনি এখন একা চলাচল করতে পারেন না, এমনকি সাহায্য ছাড়া খেতেও পারেন না বলে কয়েকদিন আগে তাকে হাসপাতালে দেখে এসে বোন সেলিমা ইসলাম জানিয়েছেন।এভাবে চলতে থাকলে আর ‘বেশি দিন পর’ খালেদাকে জীবিত বাড়ি ফিরিয়ে নিতে পারবেন না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

গত মাসেই খালেদাকে দেখে এসে তার মুক্তির জন্য পরিবারের প থেকে ‘বিশেষ আবেদন’ করার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন সেলিমা ইসলাম। তবে গত সপ্তাহেই খালেদার সঙ্গে স্যাতের দিনে স্বজনদের থেকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের উপাচার্যের বরাবর আবেদন করা হয়েছে, খালেদার মুক্তির বিষয়টি ‘মানবিক’ দিক থেকে বিবেচনার জন্য।এর পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান নেত্রীর মুক্তির বিষয়ে দলের প থেকে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানালেও কীভাবে সেই যোগাযোগ তা খোলসা করেননি।সরকারের মন্ত্রীরা বলে আসছেন, আদালতের রায়ে দণ্ডিত খালেদা জিয়ার জামিনে মুক্তির বিষয়টি পুরোপুরি আদালতের এখতিয়ার। সেখানে সরকারের ‘কিছু করার নেই’।তবে জামিন চেয়ে খালেদার সর্বশেষ আবেদন সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে খারিজ হয়ে যাওয়ার পর আইনি পথে তার ‘মুক্তির সম্ভাবনা দেখছেন না’ বিএনপি নেতারা। দলীয় প্রধানের জামিন না হওয়ার পেছনে মতাসীনদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তাদের।এরমধ্যে দলীয় সভা-সমাবেশে বিএনপি নেতারা আন্দোলনের মাধ্যমে দলীয় চেয়ারপারসনকে মুক্তি দিতে সরকারকে ‘বাধ্য করার’ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এরপর বিষয়টি নিয়ে তারা মতাসীন দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করায় খালেদার প্যারোলে মুক্তির আবেদনের আলোচনা রয়েছে বিভিন্ন মহলে।

তবে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো আবেদন করা হয়নি।তিনি বলেছেন, খালেদা জিয়া যদি প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেন, কেবল তখনই সরকারের বিবেচনা করার সুযোগ থাকে।প্যারোল পেতে বিএনপি চেয়ারপারসনকে আবেদন করতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবরে। এর আগে ২০১৮ সালেও একবার খালেদার প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে আলোচনা উঠলে তা ‘বিবেচনা করে দেখা হবে’ বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল।প্যারোল হচ্ছে তার অপরাধ ও শাস্তি মেনে নিয়ে মুক্তির আবেদন,বলেছেন তথ্যমন্ত্রী।

ভালুকায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত কাজ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।আমি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমাদের চলমান কাজ করার চেষ্টা করছি। আমি ভালুকা এসেছি, এই এলাকার কিছু সমস্যার কথা তারা বলেছেন। এখানে স্থানীয় এমপি ও প্রশাসনের সহযোগিতায় কাজগুলো করব।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, ভালুকার সংসদ সদস্য কাজীম উদ্দিন আহমেদ ধনু, সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আবেদিন খান তুহিন, সংরতি নারী আসনের সংসদ সদস্য মনিরা সুলতানা মনি, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র ইকরামুল হক টিটুসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতারা।

দোষ স্বীকার করলে খালেদার মুক্তির আবেদন বিবেচনা করা হবে : তথ্যমন্ত্রী ড.হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৫।।এক সময় তারা বলেন খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আন্দোলনে যাবেন, অন্যদিকে তার মুক্তির জন্য আমাদের সাধারণ সম্পাদককে ফোন দেন।জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া দোষ স্বীকার করলে সরকার তার মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ।

শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সরকারি শারীরিক শিা কলেজ ময়দানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।ড় হাছান মাহমুদ বলেন,যদি তিনি (খালেদা জিয়া) তাঁর অপরাধ স্বীকার করে পেরোলে মুক্তির আবেদন করেন তাহলেই সরকার কেবল তার পেরোল বিবেচনা করতে পারে। খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার কোন কর্তৃত্ব সরকারের নেই। যদি সরকার এই কতৃত্ব খাটাতে চায়, তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নিতে হবে, যা সংবিধান অনুমোদন দেয় না।তথ্যমন্ত্রী বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার প থেকে প্যারোলের কোনো আবেদন করা হয়নি। তার পরিবারের বরাত দিয়ে এক ধরনের কথা, আবার দলের প থেকে আরেক ধরনের কথা বলা হচ্ছে। তারা আসলে কি চান, সেটা এখনো তারা স্পষ্ট করতে পারেননি।বেগম জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের মধ্যে ফোনালাপ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন,তারা (বিএনপি) কি চায় তারা তা জানে না। এক সময় তারা বলেন খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আন্দোলনে যাবেন, অন্যদিকে তার মুক্তির জন্য আমাদের সাধারণ সম্পাদককে ফোন দেন।

ড় হাছান মাহমুদ আরও বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা জিঘাংসা বা প্রতিহিংসার রাজনীতি করেন না, বরং বিএনপি করে। ২০০৪ সালে বিএনপির আমলে শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তার পুত্র তারেক রহমানের পরিচালনায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছিল। আবার যখন বেগম জিয়ার দ্বিতীয় পুত্র মৃত্যুবরণ করেন, তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম জিয়ার বাড়ির দরজায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দরজা খোলেননি। এগুলো আমরা মনে রাখিনি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনে রাখেননি। বেগম জিয়াকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে রেখে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা দিতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।এর আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে অগ্রণী ব্যাংকের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সামস-উল ইসলামসহ কর্মকর্তা-কর্মচারি ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ফিল্মফেয়ারে আগত তারকা-মহাতারকাদের মা কামাখ্যা দর্শন

গুয়াহাটি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ৬৫-তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান এই প্রথমবার মুম্বাইয়ের বাইরে অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে শুক্রবার বিকেল থেকেই অনেক তারকা, মহাতারকারা মুম্বাই থেকে গুয়াহাটি এসে পৌঁছেছেন। শনিবার সকালে বেশ কয়েকজন তারকা বিশ্বপ্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যার দর্শন করে মায়ের আশীর্বাদ নিয়েছেন।

শনিবার সকালে নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামে পৌঁছে মায়ের আশীর্বাদ নিয়েছেন করণ জোহর, বরুণ ধাওয়ান, আয়ুষ্মান খুরানারা। জনপ্রিয় তারকারা মায়ের পুজো দিয়ে মন্দির পরিক্রমা করেন। তারকাদের সামনে থেকে দেখার জন্য কামাখ্যা মন্দির চত্বরে ভিড় উপচে পড়ে। তারকাদের সুরক্ষার জন্য কামাখ্যা মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল আগে থেকেই। প্রাপ্ত সূত্র মতে, শনিবারের অনুষ্ঠানের পর রবিবার অনেক তারকা কামাখ্যা মন্দির দর্শনে যাবেন।

এদিকে শনিবার সকাল থেকে বরঝাড়ে অবস্থিত গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তারকাদের আগমন শুরু হয়ে যায়। ফলে বিমানবন্দরে দেখা যায় এক অভূতপূর্ব পরিবেশ। সকালবেলায় বিমানবন্দরে পৌঁছান সপত্নী গোবিন্দা। তারকাদের দেখার জন্য বিমানবন্দরে লোকের ভিড় দেখার মতো ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে গুয়াহাটিতে পৌঁছেন রণবীর সিং, মাধুরি দীক্ষিত-সহ আরও অনেকে। শুক্রবার রাত প্রায় ১.২০ নাগাদ বিমানবন্দরে অবতীর্ণ করেন অক্ষয় কুমার। সুপারস্টার অক্ষয় কুমারকে দেখার জন্য বিমানবন্দরে গভীর রাতেও লোকের ভিড় ছিল। শনিবার দুপুরের পর থেকে বিমান যোগে তারকারা একে একে পৌঁছান। এদের মধ্যে ছিলেন আলিয়া ভাট, রাধিকা আপ্তে, অনন্যা পাণ্ডে, কবীর বেদি, অনুরাধা পডোয়াল, উষা উত্থুপ, মনীষ বেহেল সহ আরও অনেকে।

গুয়াহাটির আবহাওয়াও অনুকূলে। আশা করা যাচ্ছে, সবাই এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন। বিকাল বিকাল ৩.৪৫ থেকেই দর্শকদের সরুসজাইয়ে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ শুরু হয়েছে। এদিকে ফিল্মফেয়ার অনুষ্ঠানে যাঁরা যেতে পারেননি তাঁদের অনেকেই বিমানবন্দরের বাইরে তারকাদের দেখার জন্য অনেক ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও করতে দেখা গেছে।

রাত প্রায় ৭.৩০টায় মুখ্যমন্ত্রী

ছয়ের পাতায়

যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া সরকার খালেদা জিয়ার প্যারোলের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে না : সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৫।। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া সরকার বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার প্যারোলের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, তাকে (খালেদা) প্যারোলে মুক্তি দেয়ার জন্য পরিবার থেকে বিভিন্নভাবে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু যারা এ আবেদন করেন, তারা শুধু টেলিভিশনের পর্দায় আবেদন করেন। আমি সকালেও খবর নিয়েছি, তারা লিখিতভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্যারোলের জন্য আবেদন করেননি। এখন লিখিত আবেদন করলেও এই আবেদন কারণসহ যুক্তিসংগত হতে হবে। যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যারোল বিবেচনা করতে পারে না, সরকার বিবেচনা করতে পারে না।বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, তিনি (মির্জা ফখরুল) বলেছেন সরকার জেলের মধ্যে খালেদা জিয়াকে মেরে ফেলতে চায় কষ্ট দিয়ে, সে ধরনের ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেই। আমরা এই প্রতিহিংসার রাজনীতি করি না। বেগম জিয়াকে জেলের মধ্যে মেরে ফেলবো- এ রাজনীতি বঙ্গবন্ধু করে নাই, শেখ হাসিনাও করেন না। খালেদা জিয়াকে কি আওয়ামী লীগ জেলে নিয়েছে? তাকে কি শেখ হাসিনা জেলে নিয়েছেন? তাকে জেলে নিয়েছে আদালত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মামলায় তিনি বিচারাধীন আছেন। তার মামলাটি রাজনৈতিক মামলা নয়, দুর্নীতির মামলা। রাজনৈতিক মামলা হলে সরকার তার মুক্তি নিয়ে বিবেচনা করতে পারতো। দুর্নীতি মামলায় তাকে মুক্তি দেয়ার একমাত্র এখতিয়ার রয়েছে আদালতের, যোগ করেন তিনি। টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি, আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আওয়ামী লীগের সংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী।

সমূলে উৎপাটিত করতে হবে বেআইনি নির্মাণকে, নির্দেশ মেয়রের

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বেআইনি নির্মাণ বন্ধের নোটিশ টাঙানো হয়েছিল পুরসভার তরফ থেকেঊ সেই নোটিশকে অগ্রাহ্য করে নির্মান শৈলী সম্পূর্ণ হয়েগেছেঊ শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে এমন অভিযোগ শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ তীব্র ভর্তনা করলেন বিভাগীয় আধিকারিককেঊ

বেআইনি নির্মাণ যেন পিছু ছাড়ছে শহর কলকাতারঊ শনিবারের টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফের একগুচ্ছ বেআইনি নির্মানের অভিযোগের সম্মুখীন হতে হল মেয়র ফিরহাদ হাকিমকেঊ ঘটনাটি ঘটেছে ৮৪ নম্বর ওয়ার্ডের আন্দুল রাই রোডে।গত শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে এই ঠিকানার বাসিন্দা সৌমজিৎ দত্ত মেয়রকে অভিযোগ করে জানান, তার অনুমতি না নিয়েই তার তিন ভাই তার সম্পত্তির মধ্যে একটি বেআইনিভাবে দোকান তৈরী করছেঊ যা সম্পূর্ণভাবে পুরসভার বিল্ডিং বিধিকে অগ্রাহ্য করছে। তৎক্ষণাৎ মেয়র নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে বাড়িটি পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিতেঊ সেই নির্দেশ অনুযায়ী বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা ওই বাড়িতে যান এবং বেআইনি নির্মাণের সামনে স্টপ ওয়ার্ক নোটিশ ঝুলিয়ে দেন।

তবে পুরসভার নোটিশকে অগ্রাহ্য করে সেখানে নির্মাণ কাজ চালিয়ে গেছে অভিযুক্তরাঊ বাধ্য হয়ে ফের এই শনিবার ফোন করে অভিযোগকারী মেয়রের কাছে অভিযোগ করেন, নির্মাণকার্য তো থামেইনি বরং শনিবার অর্ধেক হয়েযাওয়া কাজটি সম্পন্ন হয়েছেঊ এই অভিযোগ শুনেই কার্যত মেজাজ হারান মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিককে ভর্তনা করে তাঁর কাছে জানতে চান, ’শুধুমাত্র স্টপ নোটিশ দিয়ে আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে? আপনি কেন এফআইআর করে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করেননিঊ নির্মাণ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে গেল আপনি ব্যবস্থা নিতে পারলেন না কেন’। এরপরেই ওই বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন মেয়রঊ একইসঙ্গে অবিলম্বে থানায় এফআইআর করার জন্যও বলেন।

এদিন একগুচ্ছ বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ আসেঊ নিউ বালিগঞ্জ থেকে রতন দাস, শকুন্তলা পার্ক থেকে সুনীল কুমার ঘোষ সহ বেশ কয়েকজন অভিযোগ করেন বেআইনি নির্মাণ নিয়ে। এর প্রেক্ষিতে এ দিন মেয়র স্পষ্ট জানিয়ে দেন বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কোন আপস করা হবে নাঊ বেআইনি নির্মাণ পুরসভার কাছে সম্মাণহানীকর বলেও জানান তিনিঊ পুরভোটের আগেই এই সমস্যা মেটানোর নির্দেশ দিয়ে মেয়র বলেন, ’কোনরকম বেআইনি নির্মাণকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে নাঊ একটি বেআইনি নির্মাণকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে তার দেখাদেখি আশেপাশে আরও বেআইনি নির্মাণ গড়ে উঠবেঊ তাই সমূলে উৎপাটিত করতে হবে বেআইনি নির্মাণকে।

ফলতায় কারখানা বন্ধের নোটিস কর্মহীন ৩০০ শ্রমিক

ফলতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হঠাৎ করে কারখানা বন্ধের নোটিশে কর্মহীন হয়ে পড়লেন অন্তত ৩০০ শ্রমিক। ঘটনার জেরে সাময়িক ভাবে উত্তেজনা ছড়ায় কারখানা চত্বর। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতার বিশেষ অর্থনীতিক অঞ্চলে।

ফলতার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের দু’’নম্বর সেক্টরের বেসরকারি একটি সোলার প্লেট তৈরির

ছয়ের পাতায়

এসএসকেএম হাসপাতালের ঢুকতে বাধা, পোলবায় পুলকার দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ লকেটের

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পোলবায় পুলকার দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম শিশুদের সঙ্গে দেখা করতে এসে বাধা পেলেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ঊ শনিবার আহত শিশুদের সঙ্গে দেখা করতে এসএসকেএম হাসপাতালের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি আহত শিশুদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান ঊ তবে এনিয়ে রাজনীতির অভিযোগ তোলেন তিনি ঊ

শনিবার আহত শিশুদের সঙ্গে দেখা করতে এসএসকেএম হাসপাতালের ভেতরে ঢুকতে গেলে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে বাধা দেয় পুলিশ।এ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি বলেন, ”আমি সাংসদ হিসাবে ভিতরে ঢুকে কথা বলতে পারব না? জানিয়ে এসেছিলাম। তা সত্ত্বেও পুলিশ দিয়ে আটকাচ্ছেন কেন? আমি একা ভিতরে যেতে চাই। একা যাব। দেখা করব। পুলিশ দিয়ে আটকে রেখেছে। মানে আমাদের হাসপাতালে ঢোকারও অধিকার নেই। এটা নিয়ে রাজনীতি চলছে। এটা কেউ করে? আমরা চাই ভাল করে চিকিৎসা হোক।” দীর্ঘক্ষণ বচসার পর বিজেপি সাংসদ ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ঢোকেন। জখম শিশুদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ”বাচ্চাদের স্বাস্থ্য বাচ্চাদের চিকিৎসা নিয়ে রাজনীতি চলছে! যেখানে রাজ্যের মেয়র, রাজ্যের সাংসদরা ডুকছে, তাতে কেউ বাধা দিচ্ছে না। তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার এলাকার বাচ্চা অথচ আমাকে আটকে দেওয়া হচ্ছে।”

উল্লেখ্য, গতকাল সকালে অভিভাবক এবং পড়ুয়া-সহ মোট ১৪ জন পুলকারে চড়ে দিল্লি রোড দিয়ে যাচ্ছিল। সেসময় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিব্যাংশু এবং ঋষভ নামে দুই ছাত্রকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আজ সেখানেই তাদের দেখতে গিয়েছিলেন লকেট

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) :শীত এবার বিদায়ের পথে। শনিবার ২ ডিগ্রি বেড়ে শহরের তাপমাত্রা ১৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এরই মাঝে ফের রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস। এবার বৃষ্টিতে ভিজতে পারে উত্তরের জেলাগুলি।

প্রতিদিনই একটু একটু করে বাড়ছে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গত সপ্তাহ থেকেই বাড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রার পারদ। শনিবার ২ ডিগ্রি

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সমাজে পুষ্টির প্রকল্প

(Community Nutrition Programme)

ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী

ভারতবর্ষে আমাদের সরকার পুষ্টি প্রকল্প চালু করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের বিশেষ বিশেষ পুষ্টির উপাদান দেবারও প্রকল্প নিয়েছেন। আমরা যেন অপুষ্টির শিকার না হই সেই জন্যেই। যেমন ভিটামিন এ দিয়ে রোগ আটকানো, আয়োডিনের অভাব দূর করা, অপুষ্টির কারণে রক্তাল্পতা যেন না হয়, আলাদাভাবে বিশেষ পুষ্টি দেওয়া, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পুষ্টি দেওয়া, আই. সি. ডি. এস প্রকল্প এবং দুপুর বেলায় পুষ্টিকর আলাদা খাবার দেওয়া।

অন্ধত্ব না হবার জন্য আমরা বিশাল পরিমাণে ভিটামিন এ বাচ্চাদের দিই (২০০,০০০ আই. ভি.) মুখে, সমস্ত স্কুলে পড়বার আগের বয়সের বাচ্চাদের প্রতি ছয়মাস পর পর প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক, হায়দরাবাদের পুষ্টির ইনস্টিটিউটের পরামর্শে ১৯৭০ সাল থেকে শুরু করেছে। এর ফলে বহু শিশু এখন ভিটামিন এ অভাব থেকে ভুগছে না।

অপুষ্টির জন্যে রক্তাল্পতা — চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকীর সময় সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন যেন অপুষ্টির জন্য কেউ রক্তাল্পতায় না ভোগে। আয়রন আর ফলিড এসিড ট্যাবলেট দেওয়া হয় গর্ভবতী মায়েদের আর অল্পবয়সী (১-১২ বছর) শিশুদের। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রকল্প আর আই. সি. ডি. এস কেন্দ্র দেখছেন যে প্রকল্পগুলি ঠিকঠাক চলছে কিনা। খাবার নুনেও আয়রন মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেন আমরা রক্তাল্পতায় না ভুগি।

আয়োডিনের অভাব নিয়ন্ত্রণ করা — জাতীয় গয়টার (গ্যালান্ড) কন্ট্রোল প্রকল্প — হিমালয় এলাকার গয়টারে ভোগা মানুষদের দেখে ১৯৬২ সালে চালু করেছেন এই প্রকল্প। খাবার লবণ বা নুনের মধ্যে আয়োডিন মিশিয়ে দিয়েছেন যেন সবাই গলগন্ড রোগ থেকে রক্ষা পায়। আমাদের দেশে ১৪৫ মিলিয়ন মানুষ এই গলগন্ড হয় এমন এলাকায় বাস করতো। ১৯৯২ সাল থেকে যেন সবাই আয়োডিন মেশানে নুন বা লবণ খেতে পারেন সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ভালভাবে পুষ্টি দেবার প্রকল্প — ৬ বছর বয়সের নীচের শিশুদের জন্য এই প্রকল্প চালু হয়েছিল ১৯৭০ সাল থেকে। তার ফলে গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের জন্যেও এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে যারা শহরের বস্তীতে, ট্রাইব্যাল এলাকাগুলিতে থাকেন তাদের জন্য এই প্রকল্পের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি শিশু যেন ৩০০ ক্যালরি খাবার আর ১০-১২ গ্রাম প্রোটিন খেতে পায়। এই ব্যাপারটা এখন মিনিমাম নিড্স প্লোগ্রামে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প এখন আই.সি.ডি. এস বিভাগ দেখছেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পুষ্টির ব্যবস্থা — গ্রামাঞ্চলের ৩-৬ বছর বয়সের শিশুদের জন্য এই প্রকল্প ১৯৭০ সালে শুরু হয়েছিল। সমাজ কল্যাণ দপ্তর এই প্রকল্প দেখছেন। তাদের কাছেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি শিশু ৩০০ ক্যালরি খাদ্য এবং ১০ গ্রাম করে প্রোটিন পাবে প্রতিদিন। আই.সি.ডি. এস এই প্রকল্প দেখাশোনা করছেন।

আই.সি.ডি এস প্রকল্প — জাতীয় শিশুদের প্রকল্পের অধীনে ১৯৭৫ সালে এটা শুরু হয়েছিল। এতে আলাদা পুষ্টি, ভিটামিন (এ) খাওয়ানো, আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি খাওয়ানোর প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। স্কুলে যাবার আগের বাচ্চাদের যেমন ৬ বছর বয়সের নীচে, বয়ঃসন্ধির মেয়েরা (১১-১৮ বছর), গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েরা এই যত্ন পাবেন। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা এই কাজগুলি করবেন। একজন কর্মী প্রায় ১০০০ লোক থাকেন এমন সব কেন্দ্রে কাজ করেন। মহিলা মন্ডল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সাহায্য করে, যেন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সঠিক থাকে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দেখাশোনা করেন মুখ্য সেবিকারা। সবকিছু পরিচালনা করেন সি. ডি. পি. ও বা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার।

দুপুর বেলায় খাওয়ানো — একে স্কুলের দুপুরের খাওয়া বা স্কুল লাঞ্চ প্রোগ্রামও বলা হয়। ১৯৬১ সালে থেকে এটা সারা দেশে চলছে। এর কারণ বেশী বেশী বাচ্চাদের স্কুলের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানো। এতে দেশে শিক্ষার হারও বাড়বে।

এই খাবার যেন বাড়ির খাবারের বিকল্প না হয়। এই খাবার হবে পুষ্টিকর। এই খাবার খেয়ে যেন সারাদিনের তিনভাগের এক ভাগ শক্তি পায় এবং অর্ধেক পরিমাণ প্রোটিন পায়। সহজেই তৈরি করা যাবে স্কুলে। রান্না যেন সাধারণভাবে হয়। এলাকায় পাওয়া যায় এসবই যেন দেওয়া হয়, তাতে খরচও কম হবে। খাবার যেন বার বার পরিবর্তন করে এক ঘেয়েমি দূর করা হয়।

দুপুরে খাবার থাকবে মিনেট, পালস, তেল ও চর্বি, শাক পাতার মত সবজি এবং অন্যান্য সবজি।

প্রতিদিন ছাত্রছাত্রী আসবে, থাকবে এবং শিক্ষাগ্রহণ করবে। কেন্দ্রের অনুমোদনক্রমে যেন খাবারগুলি বিনা পয়সায় দেওয়া হয় ফুড কর্পোরেশন থেকে। খাবারগুলি যেন এমন জায়গায় রাখা হয় যেখানে ওরা ভিজবে না। এমনিতে গম বা গমের ভাঙা টুকরো (ডালিয়া) যেন দুপুরের খাবারে দেওয়া হয়। চাউল যেন সেদ্ধ চাউল হয়। রান্না যেন ঢাকনা দিয়ে করা হয়। বেশি বেশি করে রান্না না করাই উচিত। তেলকে আবার যেন গরম না করা হয়। আয়োডিন মেশানো লবণ যেন ব্যবহার করা হয়।

বলিউড তারকারা

নয়াদিল্লির জওহর লাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) ক্যাম্পাসে ঢুকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভাপতিসহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর মুখোশধারীদের ন্যক্কারজনক হামলার নিন্দায় সরব ভারতের শোবিজ তারকারা। নজিরবিহীন এ হামলার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন জাবেদ আখতার, শাবানা আজমী থেকে শুরু করে হালের সেনসেশন রিতেশ দেশমুখ, সোনম কাপুর, তাপসী পান্নু, কৃতী শ্যাননরা। প্রতিবাদের মিছিলে আছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, আবীর চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, নুসরাত জাহানের মতো তারকারাও। গত রোববার (৫ জানুয়ারি) একদল মুখোশধারী জেএনইউর বিভিন্ন হোস্টেলে ঢুকে লাঠি, রড, হকিস্টিক ও হাতুড়ি দিয়ে শিক্ষার্থীদের নির্দয়ভাবে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। ভাঙচুর চালায় নির্বিচারে। এতে আহত হন ছাত্র সংসদের সভাপতি ঐশী ঘোষসহ প্রায় ৪০ শিক্ষার্থী। বিস্ময়করভাবে ওই ঘটনার জন্য উল্টো ঐশী ঘোষসহ আহত ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দিল্লি পুলিশ।এ হামলার জন্য ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জোট শরিক কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল আরএসএস''র ছাত্র শাখা এবিভিপিকে দায়ী করা হচ্ছে। হামলার ঘটনার রাতেই সোনম কাপুর তার ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে হামলাকারীদের উদ্দেশে বলেন, ''কাপুরুষোচিত এই হামলায় স্তম্ভিত-বিমর্ষ। এতই যদি সাহস থাকে, তবে নিরীহ লোকজনের ওপর হামলার সময় নিজেদের মুখটা দেখাও!'' আহতদের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায় বিদ্রুপ করে মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) চিত্রনাট্যকার, গীতিকার ও কবি জাবেদ আখতার টুইটার বার্তায় বলেন, ''জেএনইউ ছাত্র সংসদের সভাপতির বিরুদ্ধে এফআইআর (প্রাথমিক অভিযোগ) দায়ের পুরোপুরি স্পষ্ট। তার কী সাহস, সে তার মাথা পেতে একটি জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমী লোহার রডকে থামাতে চায়! এই দেশবিরোধীরা আমাদের নিরীহ লাঠিগুলোকে একটু পড়তেও দেয় না, সবসময় লাঠিগুলোর সামনে নিজেদের শরীর পেতে দেয়। আমি বুঝি, তারা আঘাত পেতে ভালোবাসে!'' নন্দিত অভিনেত্রী শাবানা আজমী তার টুইটারে বলেন, ''বলার ভাষা নেই। শুধু প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়।প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।'' রিতেশ দেশমুখ তার টুইটারে লেখেন, ''মুখ কেন ঢাকতে হয়? কারণ তারা জানে, যা করছে তা ভুল, আইনবিরুদ্ধ এবং অপরাধযোগ্য। এ অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না।'' শক্তিমান অভিনেতা রাজকুমার রাও ঘটনাটিকে লজ্জাজনক ও ভয়ঙ্কর উল্লেখ করে তার টুইটারে লেখেন, ''যা হয়েছে তা লজ্জাজনক, হৃদয়বিদারক এবং ভয়ঙ্কর। যারা এই কাজ করেছে তাদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'' জাতীয় বিষয়ে সবসময় সোচ্চার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাপসী পান্নু তার টুইটারে বলেন, ''কী হচ্ছে এসব! দুঃখজনক।'' পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় লেখেন, ''হীরক রাজার সেনারা একের পর এক পাঠশালা আক্রমণ করে যাবে, মগজ ধোলাই মেশিন চলছে, চলবে . উদয়ন মাস্টার, কোথায় আপনি? আর লুকিয়ে থাকবেন না! আপনাকে, গুপি, আর বাঘাকে খুব দরকার!'' আর কতদিন এসব চলবে প্রশ্ন তুলে দিয়া মির্জা লেখেন, ''কতদিন অন্ধ হয়ে বসে থাকবেন? রাজনীতি এবং ধর্মের নামে আর কতদিন এই হানাহানি চলবে? যথেষ্ট হয়েছে।''হামলার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন অপর্ণা সেন, অনুরাগ কাশ্যপ, বিশাল দাদলানী, অনুরাগ বসু, সৃজিত মুখার্জি, স্বস্তিকা মুখার্জি, অনুপম রায়, স্বরা ভাস্কর, রিচা চাড্ডা, কঙ্কণা সেনশর্মা, জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ''সাবধান ইন্ডিয়া''র উপস্থাপক ও অভিনেতা সুশান্ত সিং, আবীর চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, নুসরাত জাহানের মতো তারকারাও। এদের মধ্যে রাস্তায় প্রতিবাদ কর্মসূচিতে দেখা গেছে অনুরাগ, বিশাল দাদলানী ও সুশান্ত সিংদের। কলকাতার রাস্তা কাঁপিয়েছেন টলিউডের এ প্রজন্মের মুখ ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, অনুষা বিশ্বনাথন, উজান গঙ্গোপাধ্যায়রা। বেতন বৃদ্ধিসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একাধিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন শিক্ষার্থীরা। ওই আন্দোলন থামাতেই মৌলবাদী সংগঠন এবিভিপির নেতাকর্মীরা এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

সাইবার ক্রাইম থেকে বাঁচার উপায়

এই সময়ের ডিজিটাল যুগে সবই ডিজিটাল, আমাদের সুযোগ সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে তাই ডিজিটাল বিপদও বেশি করে চোখে পরে। এখন ডিজিটাল ফ্রডের পরিমাণও অনেক বেশি। আর এই ধরনের ফ্রডের সংখ্যা দিনের পরে দিন বাড়তে থাকছে। অনলাইন সুরক্ষার মাধ্যমে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।আজকে এখানে আমরা আপনাদের জানাব যে কি করে ডিজিটাল ফ্রডের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব।১। টেলিফোন কাস্টমার পরিষেবার মাধ্যমে পেমেন্ট ট্রাঞ্জাংশানের বিষয়ে বাঁচুন। সময় বাচানোর জন্য অনেকে অজানা ব্যাক্তির সঙ্গে ফোনে প্রসেস সম্পূর্ণ করে যা বড় সমস্যার কারন হতে পারে। আর ইন্সোরেন্স এজেন্সি বা এই ধরনের কাজে লোকে নিজের বাড়ির ঠিকানাও অন্য লোককে বলে দেয়। এর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে সামনা সামনি কথা বলে সাবধানতার সঙ্গে পেপার ওয়ার্ক করা দরকার।২। অজানা ব্যাক্তির সাজেশান করা অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না। কোন অফিসিয়াল সুত্রের খবর কেই মানুন।৩। আপনার কাছে যদি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের নাম করে মেল আসে যা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা কার্ডের বিষয়ে জানতে চায় তবে সেই মেলের লিঙ্ক থেকে দূরে থাকুন।

ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট আপনাদের জ্ব্ক রিটার্ন ফর্ম দেবে আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট রিফান্ড করে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কার্ড বিষয়ে তথ্য জাতীয় মেল থেকে দূরে থাকুন।৪। ছগ্গছ য়ে যদি কোন লিঙ্ক আসে তবে সেখানে ক্লিক না করে দরকার হলে অফিসিয়াল সাইটের লিঙ্কে ক্লিক করে প্রসেস কমপ্লিট করুন।৫। সুরক্ষিত পাসওয়ার্ড বানান। ডড্জ্জ র জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার অনুসারে সব থেকে বেশি হ্যাক হওয়া পাসওয়ার্ডের মধ্যে সব থেকে কমন ১২৩৪৫৬। আর এই জন্য পাসওয়ার্ড বানানোর সময়ে আপার কেস, লোয়ার কেস, লেটার নাম্বার স্পেশাল ক্যারেক্টার এই সব কিছু দিয়ে পাসওয়ার্ড তৈরি করুন।৬। টুইটারে ব্যাঙ্ক, পেমেন্ট ওয়ালেট হেল্পিং ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলার জন্য ব্লু টিকের দিকে খেয়াল রাখবেন।৭। ডড্ঞ্জ্জ নির্ভর অ্যাপ চিনে নিন। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ফেক করা সম্ভব হচ্ছে। ডড্ঞ্জ্জ বেসড অ্যাপ টেকনলজি অফার করে আপনার কাছে টাকা পাঠানো আর রিসিভ করা যাবে।৮। কোন ওয়েবসাইটে অনলাইনে পেমেন্ট করার জন্য সিকিউরিটি ফিচার্স দেখে নিন আর ঠিকানার বিষয়ে পেডলক আইকন দেখে নিন।৯। একটি সুরক্ষিত কম্পিউটার বাছুন। আর কম্পইউটার পেমেন্ট করার জন্য অন্য কোন ব্যাবহার করবেন না।১০। সব অ্যাকাউন্ট সব সময়ে মনিটার করতে থকাউন আর ব্যালেন্স অ্যামাউন্টের দিকে খেয়াল রাখুন।

চাঞ্চল্যকার তথ্য দিল বিজ্ঞানীরা, মহাকাশের অন্য প্রান্ত থেকে ধেয়ে আসছে বেতার তরঙ্গ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষ একা নাও থাকতে পারে, অন্য গ্রহে কোন জীব থাকলেও থাকতে পারে, এই কৌতুহল দীর্ঘ দিন ধরেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা গেছে, তবে খুব শীঘ্রই মিলতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর।মহাকাশের অন্য প্রান্ত থেকে ক্রমাগত ধেয়ে আসছে এক রেডিও সিগন্যাল যার খোঁজ পেলেন বিজ্ঞানীরা, যা প্রতি ১৬ দিন অন্তর ফিরে আসছে। ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনও গ্রহে মানুষের মতোই অন্য জীবের বসবাস থাকতে পারে, যা বহুদিন ধরে জানার চেষ্টা করছে বিজ্ঞানীরা। তবে খরবে জানা গেছে পৃথিবী থেকে ৫০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ক্রমাগত বার্স (রেডিও সিগন্যালের ধারা) আসছে, সম্প্রতি কানাডিয়ান হাইড্রোজেন ইন্টেনসিটি ম্যাপিং এক্সপেরিমেন্ট (চাইম)-এ আওতাধীন ফাস্ট রেডিও বার্স (এফআরবি) প্রোজেক্টে কর্মরত বিজ্ঞানীরা এমনই ঘটনা লক্ষ্য করেছেন।

প্রাথমিক ধারনায় বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন কোনও একটি ছায়াপথের বাইরে একটি নক্ষত্র বা কোনও বস্তু তার কক্ষপথে দ্রুতগতিতে চক্কর দিচ্ছে যার কারণে এধরনের তরঙ্গ সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। মহাকাশ ভেদ করে এফআরবি (মিলিসেকেন্ড - দৈর্ঘ্যের রেডিও-তরঙ্গ) ঢেউ ধেয়ে আসছে যা একটানা চারদিন আসছে, তারপর ১২ দিন পর দেখা দিচ্ছে। ২০১৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ৩০ অক্টোবরের মধ্যে এই নির্দিষ্ট ধারা লক্ষ্য করেছেন বিজ্ঞানীরা।এই এফআরবি উচ্চশক্তি-সম্পন্ন ছোট আকারের রেডিও তরঙ্গের বার্স একাধিকবার পাঠানোয় উতস সন্ধানে ব্যর্থ হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।কারণ নতুন জায়গার সন্ধান দিচ্ছে প্রতিটি বার্স। প্রথম বার্সটি ''এফআরবি ১২১১০২''-এর ঠিকানা ছিল একটি ছোট ছায়াপথ, যেখানে নক্ষত্র ও ধাতব বস্তু রয়েছে। ''এফআরবি ১৮০৯১৬''-এর ঠিকানা চক্রাকৃতি ছায়াপথ। এই ঘটনাটি বিজ্ঞানীদের মনে নতুন করে আশার সঞ্চার করছে।

ওপেনিংয়েই ছক্কা হাঁকালো কার্তিক-সারা''র ''লাভ আজ কাল''

যদিও মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে কার্তিক আরিয়ান ও সারা আলি খানের ছবি ''লাভ আজ কাল'', কিন্তু তাতেও শুরুতেই ১২.৪০ কোটির ব্যবসা করেছে এই ছবি। ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ টুইটারে আয়ের অঙ্ক শেয়ার করে লিখেছেন, ''ভ্যালেন্টাইন ডে''র জন্য ছবিটা বুস্ট হয়েছে। মেট্রো সিটিতে অন্যবদ ব্যবসা করেছে। তবে পরের দু''দিন কী হবে বলা না গেলেও প্রথম দিনের আয় ছিল ১২.৪০ কোটি''।২০২০- লাভ আজ কাল (১২.৪০ কোটি)২০১৯- পতি পত্নী অউর ওহ (৯.১০কোটি)২০১৯- লুকা ছুপ্পি (৮.০১ কোটি)২০১৫- প্যায়ার কা পঞ্চনামা (৬.৮০ কোটি)২০১৪- সনু কে টিটু কি সুইটি (৬.৪২ কোটি)২০১১- প্যায়ার কা পঞ্চনামা (৯২ লাখ)যদিও ভ্যালেন্টাইন ডে-র নিরিখে অতটাও আয় করতে পারেনি। ট্রেড অ্যানালিস্ট গিরিশ জোহর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ডট কমকে বলেছেন, ''লাভ আজ কাল নিয়ে দর্শকের অন্যন্ত ভাল। ট্রেলার ও গান মানুষ পছন্দ করেছেন। রোমান্টিক জঁরের ছবি হওয়ায় এটা যে ভ্যালেন্টাইন ডে-র দিন প্ল্যান করে রিলিজ করা হয়েছে এটাই ভাল দিক। বক্স অফিসে শুরুটা ভাল হবে আশা করছি।তিনি আরও বলেন, ''লাভ আজ কাল মানেই কার্তিক-সারা। ইয়ং প্রজন্মের পছন্দের ব্যক্তিত্ব। প্রতিটা ছবির সঙ্গে নিজে উন্নতি করছে কার্তিক। সারা তো আলিয়া ভাটের ইয়ংগার ভার্সেন। অত্যন্ত পছন্দের।''ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের চলচ্চিত্র সমালোচক শুভ্রা গুপ্তা ছবিতে ১.৫ রেটিং দিয়েছে। রিভিউতে তিনি লিখেছেন, ইমতিয়াজ আলির বিগত বেশ কয়েকটি ছবির এটাই বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অন্তত সেই ছবিগুলোততে কিছু জ্বলে ওঠা মুহূর্ত ছিল। এই ছবিতে সেটাও নেই। সেকালের ও একালের প্রেমিক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে কার্তিক আরিয়ান অনেক কসরত করেন ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব একটা ভাল দাঁড়ায় না বিষয়টা। বরং সারা আলি খান বেশ ঝলমলে। কিন্তু চিত্রনাট্যের মধ্যে থাকে আটকা পড়া ছাড়া তাঁর উপায় নেই।আরুশি শর্মার এটা প্রথম ছবি। সেদিক দিয়ে ভালই আর রণদীপ হুদা হল একমাত্র কারণ যার জন্য ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখা যায়। বরং পরিণত বয়সের রঘু আর লীনার ট্র্যাকটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই ছবিতে, যেটির আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল।

মিমির সঙ্গে ভালোবাসা মাখা ছবি পোস্ট প্রাণের প্রিয় বন্ধু নুসরাতের

গত ১১ ই ফেব্রুয়ারি ছিল অভিনেত্রী ও সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর জন্মদিন। তার জন্মদিনের ছবি শেয়ার করেছেন নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার সঙ্গে দেখা গিয়েছে নুসরাত জাহানকে। তাদের দুজনের বন্ধুত্বের কাহিনী কারো অজানা নয়। জন্মদিন উপলক্ষে তারা দুজনে বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন ভক্তদের সাথে।ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন ভবিষ্যতেও তারা বন্ধুত্ব বজায় রাখবেন। তারা দুজনেই তৃণমূলের সাংসদ। একসাথে সংসদে পাও রেখেছেন। তাদের দুজনকেই বিভিন্ন সময়ে একসাথেই দেখা যায়। তাদের বন্ধুত্ব নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেন আজকাল। মিমি ও নুসরাতের ছবি সামনে আসতেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাদের ভক্তরা।

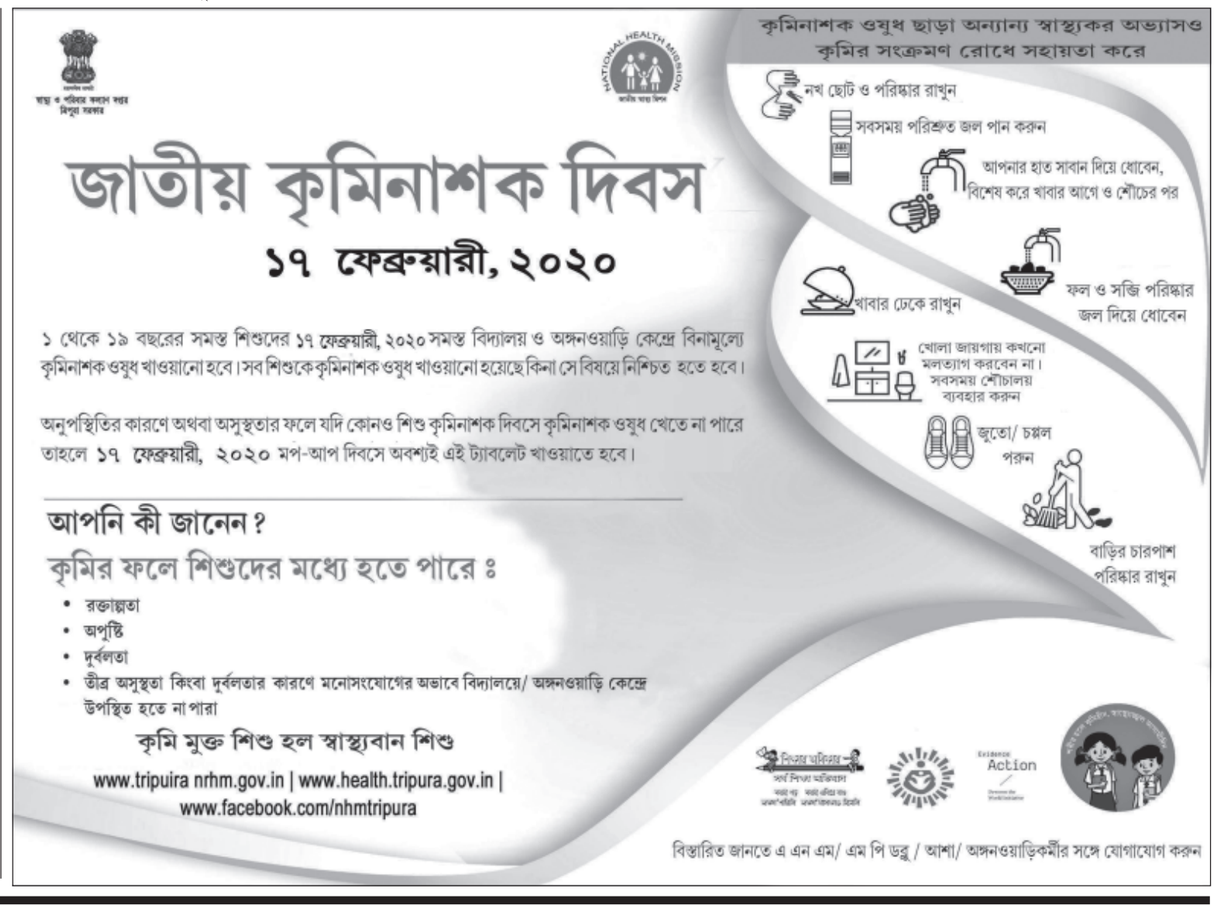

শনিবার প্রয়াত বিজেপি নেতা পরিতোষ পালকে শ্রদ্ধা জানাতে বিজেপি সদর কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য নেত্রীবর্গরা। ছবি-নিজস্ব।

উন্নয়নশীল দেশের তালিকা থেকে ভারতকে বাদ দিল আমেরিকা, উদ্বিগ্ন শিবসেনা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আমেরিকার বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়া দেশের তালিকা থেকে বাদ পড়ল ভারত ঊ উন্নয়নশীল দেশের তালিকা থেকে বাদ পড়ায় মার্কিন মুলুকে ভারতের রফতানি ধাক্কা খেতে পারে। ভারতের পাশাপাশি আরও একাধিক দেশ এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ঊ তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের আগে আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শিবসেনা ঊ শনিবার তাদের দলীয় মুখপত্রে বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষও করেছে শিবসেনা ঊ

আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ভারতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার আগে উন্নয়নশীল দেশের তালিকা থেকে আমেরিকা বাদ দিয়েছে ভারতকে। ভারতের পাশাপাশি চিন, ব্রাজিল, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, সাউথ আফ্রিকা ও আর্জেন্টিনা সহ ২৪টি দেশ এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তিতে এই প্রেফারেন্স থাকলে, উন্নয়নশীল দেশগুলি আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক রকমের সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে মার্কিন মুলুকে ভারতের রফতানি ধাক্কা খেতে পারে।

এই তালিকা তৈরি করেছে মার্কিন সংস্থা ''ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ। মার্কিন সংস্থাটি স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, পুরনো তালিকাটির ভিত্তিবর্ষ ছিল ১৯৯৮। কিন্তু এবার পরিস্থিতি পালটেছে। ভারত এখন জি-২০ দেশের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব বাণিজ্যে নয়াদিল্লির শেয়ার ০.৫ শতাংশ বা তার বেশি। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এই তালিকার নবীকরণ করা হয়েছে।

অনেক দিন ধরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট সুর তুলেছিলেন ভারতকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় রাখা যায় না। ভারত এখন অনেকটাই উন্নত। সাধারণত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, পরিচ্ছন্নতার নিরিখেই এই তালিকা তৈরি করা হয়। সেকারণেই ট্রাম্পের সফরের আগেই উন্নয়নশীল দেশের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ভারতকে।

তবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় এলে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য ক্ষেত্রে বেশ কিছু কর ছাড়ের সুযোগ মেলে। এবার থেকে আর তা মিলবে নাঊ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার সুবাদে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কম শুল্ক-সহ নয়াদিল্লিকে বেশ কিছু ছাড় দিত ওয়াশিংটন। এবার সেই সমস্ত সুবিধা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন শিবসেনা ঊ শনিবার শিবসেনার মুখপত্র ''সামনা''-য় সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, এর ফলে ''ভয়ংকর দুষ্পরিণাম'' দেখা দেবে। পরে বলা হয়েছে, 'ভারতের উদ্দেশে গুগলি দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ট্রাম্পের আনার কথা ছিল রসগোল্লা। তার বদলে আনছেন চিটে গুড়। ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ০.০৫ শতাংশ। তাতেই ভারতকে উন্নয়নশীল তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে।'

ট্রাম্পকে আমন্ত্রণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করেছে শিবসেনা। ''সামনা''-র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় এই তিক্ত খবরকে মিষ্টি বানিয়ে ছাড়বেন। এরপর বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, পরিচ্ছন্নতা এবং দারিদ্র দূরীকরণের নিরিখে এখনও উন্নত দেশ হয়ে উঠতে অনেক দেরি আছে ভারতের। তার আগেই আমাদের দেশকে যেভাবে উন্নত দেশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে করছাড়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে ভারত।

লখনউ আদালতে বোমা বিস্ফোরণ মামলা

গ্রেফতার বার কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক

লখনউ, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): লখনউ আদালত চত্বরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় লখনউ বার কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদককে গ্রেফতার করল পুলিশঊ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় শুক্রবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে লখনউ বার কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক জিতু যাদবকেঊ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার লখনউতে জেলাশাসকের অফিস চত্বরের মধ্যেই, দেওয়ানি আদালত চত্বরে বোমা বিস্ফোরণ হয়ঊ বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন ৩ জন, প্রত্যেকেই আইনজীবী।।

লখনউ বার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব তথা আইনজীবী সঞ্জীব লোধির চেম্বার লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে, আইনজীবী সঞ্জীবের অভিযোগ, জিতু যাদব বোমা ছুড়েছেঊ জিতু যাদবের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর শুক্রবার রাতে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ ধৃতের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

জীবনতলায় কুসংস্কারের বলি শিশু

ক্যানিং, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ফের কুসংস্কারের বলি হল এক শিশু। মৃত শিশুটির নাম ফরিদ সর্দার(৪)। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার অন্তর্গত উত্তর পাতিখালি গ্রামে। জলে ডুবে যাওয়া ওই শিশুটিকে উদ্ধারের পর হাসপাতালে না নিয়ে বিভিন্ন ধরণের তুকতাক করা হয়। এই তুকতাক করতে গিয়ে নষ্ট হয় অনেকখানি সময়। আর সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি শিশুটিকে।

এদিন দুপুরে ফরিদ খেলতে খেলতে সকলের অলক্ষ্যেই বাড়ির পাশেই একটি পুকুরে পড়ে যায়। সাঁতার না জানায় জলে ডুবে যায় সে। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেন পরিবারের সদস্যরা। অনেকক্ষন পরে পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় ফরিদের নিথর দেহ। এরপর তড়িঘড়ি চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে গিয়ে ওই শিশুটিকে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের তুকতাক, ঝাড়ফুঁক চলতে থাকে পুকুরের পাড়ে। পুকুরের জল পিটিয়ে, পুকুরের পাশে আগুন জ্বালিয়ে, শিশুটিকে মাথায় তুলে ঘুরিয়ে বিভিন্ন ধরণের তুকতাক করতে থাকেন এলাকার কিছু ওঝা গুণিনরা। এরফলে সময় যত গড়াতে থাকে ততই বিপদ বাড়তে ওই ছোট শিশুটির। প্রায় দুঘন্টা পর, স্থানীয় এক চিকিৎসক কুতুবউদ্দিন সর্দার পরিবারের লোককে দীর্ঘক্ষণ বুঝিয়ে সুজিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায় ওই শিশুটিকে। সেখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চিকিৎসকদের দাবী, 'আরও আগে হাসপাতালে শিশুটিকে নিয়ে আসা হলে হয়তো বাঁচানো সম্ভব হতো তাকে। শুধুমাত্র কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তুকতাক করতে গিয়ে শিশুটির মৃত্যু ডেকে আনল তার পরিবার'। যদিও চিকিৎসকদের দাবী মানতে নারাজ এলাকার বেশ কিছু মানুষজন। এলাকার বাসিন্দা আসমত পুরকাইত, সুফিয়া পুরকাইতরা বলেন, ' জল থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে ফরিদের। আরও বেশ কিছুক্ষণ ওকে জলে ঘোরানো সহ অন্যান্য সবকিছু করা উচিৎ ছিল'। তবে এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শিশুটির পরিবার। তার বাবা কুদ্দুস সর্দার বলেন, 'গ্রামের সকলে বলল পুকুরে ঘোরাতে, জল পেটাতে তাই করলাম কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। আরও আগে হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো ছেলে বেঁচে যেতো'।

উত্তর গুয়াহাটিতে ভয়ংকর যান দুর্ঘটনা, হত তরুণী-সহ তিন

উত্তর গুয়াহাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় এক তরুণী-সহ তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা শনিবার ভোররাতে উত্তর গুয়াহাটির জয়গুরু এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। নিহতদের নলবাড়ির বাসিন্দা জনৈক তপন শর্মা, গুয়াহাটি মহানগরীর কাহিলিপাড়া এলাকার মধুরিমা শর্মা এবং তৃতীয়জন দিশপুরের গোবিন্দ বৈশ্য বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আমিনগাঁও থানা সূত্রের খবরে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি আজ ভোররাতে তিনটা নাগাদ জয়গুরু এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। গুয়াহাটি থেকে বাইহাটা অভিমুখে যাচ্ছিল এএস ০১ বিএন ১৫৭৪ নম্বরের একটি সুইফট ডিজায়ার। কিন্তু জয়গুরু এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পাকা রিজারভয়ারে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ফলে গাড়ির তিন আরোহীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

সূত্রটি জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে একজন নলবাড়ির বাসিন্দা তপন শর্মা, অন্যজন গুয়াহাটির কাহিলিপাড়া এলাকার মধুরিমা শর্মা এবং তৃতীয়জনকে গুয়াহাটির দিশপুরের গোবিন্দ বৈশ্য বলে শনাক্ত করা হয়েছে। গাড়ির কাগজপত্র ঘেঁটে পুলিশের ধারণা, নিহত গোবিন্দই গাড়ির মালিক। এছাড়া নিহত তপন শর্মা গাড়ির চালক, তাকে চালকের আসন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমিনগাঁও থানা থেকে পুলিশের দল গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে নিহত আরোহীদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে মৃতদেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এনআরএস মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হলেন শান্তনু সেন

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): এনআরএস মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করা হল কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলর তথা রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেনকে। তার আগে এই পদে ছিলেন নির্মল মাঝি। যদিও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এখনও নির্মল বাবুই রয়েছেন। গতকাল বিধানসভা অধিবেশন এরপরে মুখ্যমন্ত্রী নিজের ঘরে হালকা ছলে গল্প করতে করতে নির্মল বাবুকে জিজ্ঞেস করেন তিনি কটা হাসপাতালে দায়িত্বে রয়েছেন। তখন নির্মলবাবু এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বিসি রায় হাসপাতাল এর নাম জানান। তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নেন কেবলমাত্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে রাখা হবে নির্মল মাঝিকে। এরপর তিনি জানান, "তুই মেডিক্যাল কলেজে পড়েছিস। ওখানকার রোগীকল্যাণ সমিতির দায়িত্ব তোর থাক। এনআরএসের চেয়ারম্যান শান্তনু হবে। বিসি রায়ের দায়িত্ব কাকে দেওয়া যায় দেখছি।" ইতিহাস বলছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো সিদ্ধান্তই হঠকারী ভাবে নেন না। প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে থাকে বিশেষ কারণ। তবে এইবার হঠাৎ এই রদবদলের পেছনের কারণটি কি সেটি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন শাসক দলের ঘনিষ্ঠরা।

প্রসঙ্গত, গত জুন মাসে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান থেকে শান্তনুকে সরিয়ে দিয়েছিলেন মমতা। এবার তাঁকে দিলেন এনআরএসের দায়িত্ব।

ধাত্রীদের আরও স্বীকৃতির দাবি "সোসাইটি অফ মিড ওয়াইভস ইন্ডিয়া"-র

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে সিজারিয়ান বার্থের সংখ্যা অনেক বেশিঊ দেশের গড় হিসাবের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে সিজারিয়ান জন্মের হার আরও বেশিঊ এই পরিস্থিতি দূর করতে ধাত্রীদের আরও স্বীকৃতি, তাঁদের উপযুক্ত ব্যবহার এবং নার্সদের থেকে পৃথক করার দাবি জানাল ''সোসাইটি অফ মিড ওয়াইভস ইন্ডিয়া'' (সোমি)। আগামী ১৪ ও ১৫ মার্চ সংগঠনের ৫ম রাজ্য সম্মেলনে এ ব্যাপারে জোরালো দাবি জানাবেন বরিষ্ঠ ধাত্রীরাঊ এই সঙ্গে তাঁরা পালন করবেন ফ্লোরেন্স নাইটেনেলের ২০০ বছরঊ শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের তরফে এ কথা জানিয়ে বলা হয়, 'সর্বশেষ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক প্রসব কমছে, বাড়ছে অস্ত্রপচার-জনিত (সিজারিয়ান) প্রসবঊ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র হিসাবে ভারতে এই হার যেখানে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সীমার উল্লেখ করেছে, সেখানে গত দেশে তা ২৭ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছেঊ পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে তা হয়েছে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি।

''সোমি''-র রাজ্য সম্পাদক তথা রাজ্যের উপ অধিকর্তা (নার্সিং) সান্ত্বনা কুন্ডু বলেন, 'বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় প্রশিক্ষিত ধাত্রীরা কেবল প্রসব এবং সংশ্লিস্ট কাজে ব্যবহৃত হনঊ পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁদের বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়ঊ' সংগঠনের সভাপতি মিতালি অধিকারী, ছাড়াও মানসী জানা, ভারতী চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা রায় প্রমুখ বরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা এ দিন তাঁদের বক্তব্য পেশ করেনঊ দাবি করেন, ধাত্রীবিদ্যা ও এর পরিষেবার মানোন্নয়ন, নিরাপদ প্রসবের নীতি নির্ধারণ, ধাত্রীদের পৃথক স্বীকৃতির।

শিকাগোতে আবাসন কমপ্লেক্সে বন্দুকবাজের হামলা, গুরুতর জখম ৬ জন

শিকাগো, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শিকাগো শহরের সাউথ সাউডে একটি আবাসন কমপ্লেক্সে বন্দুকবাজের হামলায় জখম হলেন ৬ জনঊ জখম ৬ জনের মধ্যে ১৪ বছর বয়সি বালিকা, ১৮ বছর বয়সি যুবক এবং ২৩ বছর বয়সি যুবতী রয়েছেঊ প্রত্যেকেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকঊ ১৪ বছর বয়সি বালিকার কাঁধ, পিঠে এবং পায়ে গুলি লেগেছেঊ যুবতীর পিঠে, কাঁধে, মাথায় এবং পেটে গুলি লেগেছেঊ যুবকের পায়ে গুলি লেগেছে।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার রাত ন'টা নাগাদ শিকাগোর সাউথ সাইড-এ, সাউথ কিং ড্রাইভ ৬৫০০ ব্লকের পার্কওয়ে গার্ডেন্স আবাসন চত্বরে হামলা চালায় অজ্ঞাত পরিচয় এক বন্দুকবাজঊ জখম অবস্থায় ৬ জনকে উদ্ধার করে শিকাগো মেডিক্যাল সেন্টার বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোনের শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ হামলা চালানোর পরই ওই আততায়ী পালিয়ে যায়।

সিএএ প্রত্যাহারের দাবি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট-র

জয়পুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) প্রত্যাহারের দাবি জানালেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। শুধুই দাবি জানানো নয়, গেহলট শনিবার আচমকা পৌঁছেও গেলেন জয়পুরের সিএএ এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশে। বর্তমানে এই জায়গাকে জয়পুরের ''শাহিনবাগ'' বলা হচ্ছে। এদিনের বিক্ষোভ

ছয়ের পাতায়

শহিনবাগ আন্দোলন অগণতান্ত্রিক, দাবি নরসিমহার

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির বুকে চলা শাহিনবাগ আন্দোলনকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি সাংসদ জিভিএল নরসিমহা রাও।

শনিবার নরসিমহা রাও জানিয়েছেন, গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখানোর অধিকার রয়েছে প্রতিটি নাগরিকের। কিন্তু অনির্দিষ্ট কাল ধরে কোনও আন্দোলন চলতে পারে না বলে জানিয়েছে আদালত। অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় আন্দোলন করা উচিত। কিন্তু শাহিনবাগ আন্দোলনের ফলে রাস্তা

ছয়ের পাতায়

টেলিকম সংস্থাগুলির প্রতি কেন্দ্রের নরম মনোভাবের নিন্দায় সরব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : টেলিকম সংস্থাগুলির ১.০২ লক্ষ কোটি টাকার বকেয়া পাওনা সরকার জনতা থেকে তুলছে। শনিবার সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে এমনই অভিযোগ তুলল কংগ্রেস। সরকার একদিকে টেলিকম কোম্পানি বকেয়া পাওনা মকুব করে দিচ্ছে। আর অন্যদিনে ''সেলফোন শুল্ক'' আর ''ডেটা ব্যবহাড় শুল্ক''-তে ৪০ থেকে ৫০ শতংশ বাড়িয়ে দিয়ে জনতার পকেট কাটছে।

জাতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, টেলিকম কোম্পানিগুলির তরফ থেকে শুল্ক বৃদ্ধি করে আগামী সাড়ে চার বছরে গ্রাহকরদের কোম্পানিগুলিকে ১.৬০ লক্ষ কোটি টাকা দিতে হবে। সরকার একদিকে টেলিকম কোম্পানিগুলিকে বকেয়া মেটানো থেকে ছাড় দিচ্ছে আর অন্যদিকে গ্রাহকদের ঘাড়ে অতিরিক্ত শুল্ক বোঝা চাপানো হচ্ছে। টেলিকম কোম্পানিগুলির প্রতি এত সহানুভূতি কেন দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, টেলিকম কোম্পানিগুলিকে ১.০২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া জমা দেওয়ার আদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছিল। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে বিলম্ব হওয়ায় শুক্রবার শীর্ষ আদালত কোম্পানি এবং কেন্দ্র সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে। আদালতের ভর্ৎসনার পর কেন্দ্র টেলিকম কোম্পানিগুলিকে বকেয়া জমা দিতে বলেছে।

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা, যোগ্য প্রত্যাঘাত বিএসএফ-এর

জম্মু, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত একাধিক গ্রাম এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকায় গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি রেঞ্জার্সরা। পাক হামলায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল চারটে নাগাদ কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনির পাশাপাশি পাক রেঞ্জার্সদের নিশানায় ছিল নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত চাকরা গ্রাম-সহ জনবসতিপূর্ণ এলাকা। মর্টার হামলায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সমস্যা

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): মাঝে মাত্র দুদিন। তারপরই শুরু হচ্ছে এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে পরীক্ষা চলাকালীন যাতে পরীক্ষার্থীদের কোনরকম সমস্যা না হয় সে কারণে চারটি নতুন ফোন নম্বর চালু করল লালবাজার।

শনিবার পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি এই নম্বর গুলি উল্লেখ করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা।

উল্লেখ্য শুধুমাত্র মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও কোন সমস্যা হলে এই নম্বরে ফোন করে তা জানাতে পারবেন। চলতি মাসের ১৮ তারিখ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা। চলবে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অন্যদিকে ১২মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক। পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় অথবা পরীক্ষা চলাকালীন যদি কোথাও জোরে মাইক বাজানো সহ অন্য কোন সমস্যা হলে তৎক্ষণাৎ লালবাজারের ওই চারটি নম্বরে ফোন করে তা জানাতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। ওই চারটি নম্বর হল - ৯৪৩২৬১০৪৪৩, ৯৪৩২৬১০৪৪৬, ৯৮৭৪৯০৩৪৬৫ ও ৯৪৩২৬২৪৩৬৫।

নম্বরের কথা জানিয়ে কলকাতার নগরপাল টুইটে লিখেছেন, 'মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাই। এও বলি রাখি, এই সময়ের মধ্যে জোরে মাইক বাজানো, বা অন্য কোনও সমস্যা হলেই সরাসরি কলকাতা পুলিশকে যোগাযোগ করুন। ১০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন, কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ করেও আমাদের অভিযোগ জানাতে পারেন।' এর আগে পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, পরীক্ষা চলাকালীন অফিসটাইমে যানজট এড়িয়ে দ্রুত পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসনঊ মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুর দিন থেকে যাতে সেন্টারগুলির আশেপাশের এলাকায় যানজট সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য বিশেষ ট্রাফিক সার্কুলেশান প্ল্যান করেছে কলকাতা পুলিশ। যেসমস্ত স্কুলগুলিতে পরীক্ষার সিট পরেছে তার আশেপাশে একজন করে সার্জেন্ট থাকবেন, যারা দ্রুততার সাথে যানজটে আটকে পড়া পরীক্ষার্থীদের সেন্টারে পৌঁছে দেবেন। এমনকি পরীক্ষার্থীদের রাস্তার নির্দেশ দেওয়ার জন্যেও মোতায়েন থাকবে পুলিশ।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বিধানসভায় ভাঙচুরের ভিডিও শেয়ার সুজনের, অচিরেই ভাইরাল

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সামাজিক মাধ্যমে বিধানসভায় ভাঙচুরের ভিডিও শেয়ার করলেন সুজন চক্রবর্তী। অচিরেই তা ভাইরাল হল।

বাজেটে রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণের জবাবী ভাষণ দেওয়ার সময় শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা অধিবেশনে ওই ভাঙচুর প্রসঙ্গটি তোলেন। ভাঙচুরে জড়িত ছিলেন না বলে দাবি করে সুজনবাবুকে বলেন, "হয় আপনি প্রমাণ করুন, অথবা অভিযোগ প্রত্যাহার করুন। "

এর প্রেক্ষিতে ফেসবুকে ওই ভাঙচুরের ছবি আপলোড করে শনিবার সুজনবাবু লিখেছেন, "গতকাল বিধানসভায় দাড়িয়ে মাননীয়া মমতা ব্যানার্জী বলেছেন তিনি নাকি বিধানসভা ভাঙচুরের সাথে যুক্ত ছিলেন না। তাহলে ভিডিওটিতে যাকে দেখা যাচ্ছে,কণ্ঠস্বর সহ, তিনি কে? চ্যালেঞ্জ করছি। সৎ সাহস থাকলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুক মাননীয়া।"

১৩ হাজার ভিউ-সহ প্রথম দু'ঘন্টায় বেলা ১২টটা ২০-তে ৯২২টি লাইক, ১৬৫ মন্তব্য ও ৫৭৭ টি শেয়ার।

উল্লেখ্য, সিঙ্গুর আন্দোলন চলাকালীন ২০০৬ সালের ৩০ নভেম্বর বিধানসভায় আসবাবপত্র ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্ত হন তৎকালীন বিরোধী দল তৃণমূলের কিছু নেতা ও বিধায়ক। সিঙ্গুরের পথে বাধা পেয়ে সোজা বিধানসভায় এসেছিলেন মমতা। তাঁর উপস্থিতিতেই লবিতে ভাঙচুর চালাতে দেখা যায় তৃণমূলের বেশ কয়েক জন বিধায়ককে। সেই প্রসঙ্গই ফিরে এসেছিল গতকাল।

পুলকার দুর্ঘটনায় জখম দুই শিশুর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক, গঠন হল সাত সদস্যের মেডিক্যাল টিম

পোলবা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার পোলবায় পুলকার দুর্ঘটনায় জখম দুই শিশুর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। তাঁদের চিকিৎসায় সাত সদস্যের মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে জখম ঋষভ সিংয়ের অস্ত্রোপচার করা হয়। আপাতত কৃত্রিম ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস নিচ্ছে ওই স্কুলছাত্র।

এদিকে, জখম আরও এক শিশু দিব্যাংশু ট্রমা কেয়ার ইউনিটে রয়েছে। এসএসকেএমের ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলে শিশুদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতে হাসপাতালে গিয়ে শিশুদের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনার সময় ওই পুলকারে এক অভিভাবক ছাড়া ১৪ জন পড়ুয়া ছিল। সকলেই চুঁচুড়ার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রী। বাড়ি শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলিতে। সকালে তাদের নিয়ে পুলকারটি দিল্লি রোড ধরে চুঁচুড়া যাচ্ছিল। স্থানীয়দের দাবি, প্রচণ্ড গতিতে যাওয়ার সময় কামদেবপুরে গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি সিমেন্টের পোস্টে সজোরে ধাক্কা মেরে নয়ানজুলিতে পড়ে উলটে যায়। খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত পড়ুয়াদের চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। চুঁচুড়া থেকে পিজি পর্যন্ত গ্রিন করিডর করে দু'টি আলাদা অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে আসা হয় দুই পড়ুয়াকে। ঋষভকে ৪৮ মিনিটে এবং দিব্যাংশুকে ৬৪ মিনিটে নিয়ে আসা হয় পিজির ট্রমা কেয়ারে।

ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী এলাকায় হাতির তান্ডব, আতঙ্কে এলাকাবাসী

ঝাড়গ্রাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী এলাকায় আবারও তিনটি হাতির তান্ডবে রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে বাসিন্দাদের। হাতিগুলিকে বাগে আনতে নাজেহাল বনদফতর। ঝাড়খন্ডের চাকুলিয়া রেঞ্জের গোয়ালডিহা গ্রামে আবারও বাড়িঘর ভাঙচুর চালিয়ে বেশ কয়েকটি বাড়িকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

উল্লেখ্য এই তিনটি হাতি দিন কয়েক আগে ওই গ্রামের তিন জনকে মেরেছিল। যার হাতিগুলি আবার ফিরে আসায় ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে বাসিন্দাদের। অন্যদিকে গিধনি রেঞ্জের গোদরাশোল এলাকার চাঁদুয়াঝোকা জঙ্গলে ৬ টি হাতি রয়েছে বলে বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।আর ওই তিনটি হাতি চালুলিয়া রেঞ্জের দেওশোল জঙ্গলে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে চাকুলিয়া রেঞ্জ অফিস সূত্রে।কিছুদিন আগেই ঝাড়খন্ড এবং ঝাড়গ্রাম বনদফতর যৌথভাবে ওই তিনিটি হাতিকে ড্রাইভ করে এলাকা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।কিন্তু হাতি গুলি আবারও ফিরে আসছে বর্ডার এলাকায়।ফলে জামবনি ব্লকের আমতোলিয়া ঝাড়খন্ড বর্ডারের গ্রামগুলি এবং চাকুলিয়া রেঞ্জের গ্রাম গুলিতে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত।তিনটি হাতি মানুষ জনকে রীতিমত আতঙ্কিত করে রেখেছে।বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে দলমা হাতির স্বভাবের সাথে ওই তিনটি হাতির মিল নেই।দলমা দলের হাতি এত আক্রমনাত্মক হয় না। কিন্তু এই তিনটি হাতি মানুষ দেখলেই তাড়া করছে।এমনকি হুলা পার্টির সদস্যরা যখন ড্রাইভ করার চেষ্টা করছে তখন তাদের দিকেও তেড়ে আসছে।ফলে এই হাতি গুলি কে নিয়ে চিন্তায় রয়েছে বনদফতর।অন্যদিকে জঙ্গল লাগোয়া এলাকার মানুষদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বাড়ছে।বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ওই তিনটি হাতি রাতে ঝাড়খন্ড রাজ্যের চাকুলিয়া রেঞ্জ এলাকায় হামলা চালিয়ে ভোরের দিকে চলে আসছে জামবনি ব্লকের সীমনা এলাকার জঙ্গল গুলিতে।হাতি তিনটির এই স্বভাব দেখে বনদফতর মনে করছে এই তিনটি হাতি সম্ভবত ওড়িশার শিমলিপাল জঙ্গল থেকে কোন ভাবে চলে এসেছে।এদের সাথে দলমা হাতির স্বভাবের বেশ অমিল রয়েছে।

ছয়ের পাতায়

শীত শেষ হতেই ডেঙ্গু সচেতনতায় পথে পুরসভা

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): বর্ষা এখনও অনেক দেরি। কিন্তু তার আগেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে উঠে পড়ে লেগেছে কলকাতা পুরসভা। শহরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমেছে পুরসভা। শনিবার পুরসভার সদর দফতর থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত ডেঙ্গু বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিতে এক মহা মিছিলের আয়োজন করে পুর কর্তৃপক্ষ।

এ দিনের মিছিলে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, চেয়ারপারসন মালা রায়, মেয়র পারিষদ দেবাসিশ কুমার সহ উপস্থিত ছিলেন আরও অনেকে। ১৪৪ টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলারের নেতৃত্বে এদিনের পদযাত্রা হয়। সকল স্তরের মানুষকে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল পুর কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, পুজো উদ্যোক্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা পদযাত্রায় অংশ নেন।

এদিন অনুষ্ঠান শেষে মেয়র বলেন, শুধুমাত্র অতীন ঘোষ বা পুরকর্মীরা সচেতন হলেই হবে না। একইসঙ্গে সচেতন হতে হবে সাধারণ মানুষকে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে স্বাভাবিকভাবেই পুরসভার ওপর এসে সেই দোষ পরে। কিন্তু মানুষ নিজে যদি একটু সচেতন হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর আক্রমণ এড়ানো সম্ভব হয়।

উল্লেখ্য, অনেক উদ্যোগ, পরিকল্পনা সত্ত্বেও শহরে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রতিবছরই হিমশিম খাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেই চলেছে। গতবছর ৩ হাজারের বেশি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ১০ জনেরও বেশির। এর জন্য পুরসভা বারবারই মানুষের অসচেতনতা ও ভুল ডেঙ্গু চিকিৎসার দিকে আঙ্গুল তুললেও, বিরোধী কাউন্সিলাররা আঙ্গুল তুলেছেন বিভাগীয় সমন্বয়ের অভাবের দিকে। অনেক বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন তুলেছেন পুরসভার মশা দমনের পদ্ধতি নিয়েও। চলতি বছরে পুরসভা ছবিটা বদলাতে কি করতে পারে ও আদৌ ছবিটা বদলাতে পারে কিনা এটাই দেখার।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

বলেন, তার নিউমোনিয়া হয়েছে এবং আইজিএম হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। আজ (শনিবার) তার মৃত্যু হয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে বলেন খোকন ত্রিপুরা।

রাজস্বমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

সমস্ত কাজ হবে।

তাছাড়া, জমির খাজনা বাড়ানো হয়নি বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে, নতুন অনলাইন পদ্ধতিতে কেউ কর ফাঁকি দিতে পারবেন না। তাঁর দাবি, জমি কেনা-বেচায় মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে স্বচ্ছতা বজায় রেখে জমি কেনা-বেচা হবে সহজে।

প্রতীমা

● প্রথম পাতার পর

আপদকালীন সাহায্য প্রদান করেছে মহকুমা প্রশাসন। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিরা শনিবার এসডিএমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেঁচে থাকা এবং পুনরায় ব্যবসা করার উপযোগী সাহায্য প্রদানের জন্য মহকুমা শাসকের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন এসডিএম। এদিকে, বিধায়ক আশিস কুমার সাহা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

নরসিমহার

পাচের পাতার পর

অবৈধভাবে আটকানো হচ্ছে। শাহিনবাগ অবৈধ এবং অগণতান্ত্রিক।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১০ ফেব্রুয়ারি শাহিনবাগে চলা আন্দোলন নিয়ে বলতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাস্তা আটকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। এমন ধরণের অঞ্চলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আন্দোলন করা যাবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে শাহিনবাগে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছে বিভিন্ন গণসংগঠন। যার জেরে ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ২ বছর নির্বাসিত ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

লন্ডন, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগে বড়সড় শাস্তি পেল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম সফল ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। পেপ গুয়ার্দিওয়লার দলকে আগামী ২ বছরের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-সহ সমস্ত উয়েফা পরিচালিত সমস্ত টুর্নামেন্ট থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। শুধু নির্বাসন নয়, সঙ্গে মোটা টাকার আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে। উয়েফার অ্যাডজুডিসেটরি চেম্বার ফিনান্সিয়াল কন্টোল বডি (সিএফসিবি) এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উয়েফার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবর্ষে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-সহ অন্য উয়েফা পরিচালিত কোনও লিগে খেলতে পারবে না। সিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়কালে স্পনসরের থেকে পাওনা টাকার হিসেব অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। উয়েফা জানিয়েছে, সিটির বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগই প্রমাণিত। কোনও ক্লাব যাতে আগামী দিনে একইরকম কোনও অপরাধ না করতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই সিটির বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইংলিশ ফুটবলে অন্যতম সফল দল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। আরবের শেখ মনসুর এই ক্লাবটিকে অধিগ্রহণ করার পর ক্লাবটি আর্থিকভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। ম্যান সিটির এই অকস্মাৎ সম্পদবৃদ্ধিতেই বাঁধল গোল। ম্যাঞ্চেস্টারের ক্লাবটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা স্পনসরদের থেকে পাওয়া টাকার হিসেবে বেনিয়মের পাশাপাশি ক্লাব লাইসেন্সিংয়েরও অপব্যবহার করেছে। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি অবশ্য উয়েফার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁদের তরফে জানানো হয়েছে, 'এই শাস্তির কথা জেনে আমরা একেবারেই অবাক নই। কারণ, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও উয়েফা করেছে, তদন্তও উয়েফা করেছে এবং শাস্তিও উয়েফাই দিয়েছে।' সিটি আদালতে গেলে উয়েফার এই সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়া সম্ভাবনা থাকছে। তবে তা যদি না হয়, সেক্ষেত্রে শাপে বর হতে পারে প্রিমিয়ার লিগের অন্য ক্লাবগুলির। কেননা এই মরশুমে ইপিএলে ম্যান সিটির প্রথম চারে শেষ করা প্রায় নিশ্চিত। সিটি যদি শেষপর্যন্ত নির্বাসিতই হয়, তাহলে শিঁকে ছিঁড়তে পারে পঞ্চম স্থানে থাকা দলেরও কপালেও।

২ জন পুণ্যার্থীর

আটের পাতার পর

শেগাঁও-এ গজানন মহারাজ প্রকট দিন উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন বিশাল পাটেকর এবং শ্যাম নিভানে-সহ বহু পুণ্যার্থীরা। রাস্তা থেকে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময় লোহারা গ্রামের কাছে বেপরোয়া একটি ট্রাক তাঁদের পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিশাল এবং শ্যামের। দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক ঘাতক ট্রাকের চালক। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আতঙ্কে এলাকাবাসী

পাচের পাতার পর

ঝাড়খন্ড রাজ্যের চাকুলিয়ার রেঞ্জার আশোক কুমার সিং বলেন 'গোয়ালডিহা গ্রামে একটি একাকি হাতি ঘর ভেঙেছে।তিনটি হাতি রয়েছে চাকুলিয়ার দেওশোল জঙ্গলে।হাতির গুলির স্বভাবের সাথে দলমা হাতির স্বভাবের বেশ অমিল রয়েছে।খুবই আক্রমনাত্মক এগুলি।আমরা প্রাথমিকভাবে মনে করছি সম্ভবত এই তিনটি হাতি ওড়িশার শিমলিপাল থেকে এসেছে।'অন্যদিকে জামবনি ব্লকের গিধনির রেঞ্জার বাসিরুল আলম বলেন ' আমরা যৌথভাবে ড্রাইভ করে হাতি গুলিকে সরিয়ে দিয়েছিলাম।কিন্তু আবারও ফিরে আসছে।ছটি হাতি রয়েছে আমতোলিয়া বিটের চাঁদুয়াঝোঁকার জঙ্গলে।আর ওই তিনটি হাতি ঝাড়খন্ড রাজ্যের দিকে আমাদের বর্ডার এলাকার কাছাকাছি রয়েছে।আমরা নজর রেখেছি।

গেহলট-র

পাচের পাতার পর

সমাবেশে গেহলট বলেন, 'সংবিধানের ভাবাদর্শের বিরোধী এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি ফিরিয়ে আনতে আইনটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত কেন্দ্রের।"" রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি ও তাঁর সরকার আন্দোলনকারীদের পাশেই রয়েছেন। তার জন্য ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হলে, যাবেন বলেও জানান। নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য কেন মা, বাবার জন্মস্থানের তথ্যাদিও জানাতে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন গেহলট। তিনি আরও বলেন, 'আমি যদি আমার মা, বাবার জন্মস্থানের তথ্যাদি না জানাতে পারি, তা হলে আমাকেও গিয়ে থাকতে হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। অথচ, আমি আমার মা ও বাবার কোথায় জন্ম হয়েছিল, তা সঠিক ভাবে জানি না। আপনাদের জানিয়ে রাখছি, তেমন পরিস্থিতি এলে আমাকেই সবার আগে নিয়ে যাওয়া হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। আমাকে সেখানে গিয়েই থাকতে হবে।

মা কামাখ্যা দর্শন

তিনের পাতার পর

সর্বানন্দ সনোয়াল সরুসজাইয়ে ফিল্মফেয়ারের অনুষ্ঠানে পৌছেন। এ সময় পর্যন্ত ট্র্যাফিক জ্যাম ও বিমানের বিলম্ব হওয়ার ফলে অনেক তারকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠানে পৌঁছতে পারেননি।

বৃষ্টির পূর্বাভাস

তিনের পাতার পর

বেড়ে শহরের তাপমাত্রা ১৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শীত বিদায়ের সময়েও হালকা বৃষ্টিতে ভিজতে পারে উত্তরবঙ্গ। আবহাওয়াবিদদের দাবি, নতুন করে তৈরি হওয়া পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জেরে আগামী সপ্তাহে বৃষ্টিতে ভিজতে পারে উত্তরের জেলাগুলি। বিশেষত মঙ্গলবার দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে সিকিমেও। অরুণাচল প্রদেশ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা এড়ানো যাচ্ছে না।

শুক্রবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। আর নতুন করে তাপমাত্রা কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, উত্তুরে হাওয়া থাকায় আপাতত রাতে এবং ভোরের দিকে হালকা শীতের আমেজ বজায় থাকবে। বেলা যত বাড়বে, গরম তত বাড়বে। তবে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রার খুব বেশি হেরফের হবে না। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

৩০০ শ্রমিক

তিনের পাতার পর

কারখানা বিক্রম সোলার লিমিটেড তাদের একটি ইউনিট হঠাৎ করে এদিন বন্ধ করে দেয়। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের জেরে কর্মহীন হয়ে পড়েন ওই কারখানায় কর্মরত প্রায় ৩০০ শ্রমিক। শ্রমিকদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই কোম্পানি বন্ধ করে দিয়েছে। অবিলম্বে এই কোম্পানি খুলতে হবে এই দাবিতে এদিন সকাল থেকেই কোম্পানির মূল গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন শ্রমিকরা। যদিও কর্তৃপক্ষ চার মাসের বেতন একসঙ্গে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও শ্রমিকরা তা মানতে নারাজ। এমন অবস্থায় তড়িঘড়ি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অর্ণব নস্কর নামে এক শ্রমিকের। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ তৈরি হয় কর্মহীন শ্রমিকদের মধ্যে। অবিলম্বে তার মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন শ্রমিকরা। এই অবস্থায় তারা মালিকপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাদের দাবি যতদিন না পর্যন্ত মালিকপক্ষ তাদের সাথে বসে ভিআরএস দেওয়ার ব্যবস্থা বা এই ইউনিট খোলার ব্যবস্থা না হচ্ছে ততদিন এই অবস্থান-বিক্ষোভ চলবে। ঘটনাস্থলে আছে রামনগর থানার পুলিশ। যদিও পুরো ব্যাপারটি নিয়ে কর্তৃপক্ষ কিছুই বলতে চাননি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যখন রাজ্যে শিল্প আনার চেষ্টা করছেন, রাজ্যে শিল্পপতিদের ঢালাও ছাড় দিচ্ছেন বিভিন্ন ভাবে, সেখানে ফলতার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এর মতো জায়গায় একটি কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ পড়েছে সকলের কপালে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এলে তাঁকে কালো ঝান্ডা দেখানো হবে না, বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ঝান্ডা দেখাবেন কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এলে তাঁকে দেখানো হবে না, বিস্ফোরক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

পার্ক সার্কাস ময়দান নিয়ে ফের বিস্ফোরক তিনি। বলেন, ওখানে বোরখা পড়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে মহিলাগুলো সব অশিক্ষিত। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কাল ঝান্ডা দেখাবেন এরা। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যদি আসেন, তাঁকে দেখানো হবে না। আজব পরিস্থিতি। আজাদী বলছেন। আরে কিসের আজাদী? কতবার আজাদী নেবেন? শনিবার দিলীপ ঘোষ কলকাতায় এক দলীয় সম্মেলনের পাশে সাংবাদিকদের বলেন, জীবনের ঝুকি নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন সবাইকে আমি সম্মান জানাই। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক শিক্ষা স্বাস্থ্য সব দিক থেকে যারা মর্মাহত তারা চাইছেন রাজ্যে পরিবর্তন হোক। আমরা পারি পরিবর্তন করতে। সেই সঙ্গে পরিবর্তন করাটা কতটা ঝুঁকির, তা-ও আমরা জানি। দিলীপবাবুর অভিযোগ, আমাদের দলের কাজ করছেন যাঁরা, তাঁরা পুলিশের হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। অন্য পার্টি মিছিল করলে সমস্যা নেই। কিন্তু বিজেপি মিছিল করলে যত সমস্যা। কারণ জানেন বিজেপি মিছিল করলে সরকার পরে যেতে পারে।

চিন থেকে আসা ছ''শো যাত্রীদের আগামী সপ্তাহে বাড়িতে পাঠানো হবে

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করোনার ভাইরাসের বিপদকে গুরুত্ব দিয়ে চিনের উহান শহর থেকে আসা প্রায় ৬০০ যাত্রীকে পরের সপ্তাহে তাদের বাড়িতে পাঠানো হবে। সাত শিশুসহ ৪০৬ জন যাত্রীকে ইন্দো-তিবেতান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) চাওলাস্থিত একটি বিশেষ শিবিরে রাখা হয়েছে এবং বাকি প্রায় দুশো জনকে হরিয়ানার মানেসরে রাখা হয়েছে।

আইটিবিপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাত শিশুসহ ৪০৬ জন যাত্রীর অন্তিম নমুনা পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে। এর আগেও এদের দুবার নমুনা পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছিল এবং রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। চিনের উহান শহর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানে প্রায় ৬০০ যাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।করোনার ভাইরাসের বিপদকে গুরুত্ব দিয়ে এই ছ''শো যাত্রীকে ১৪ দিন এক বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। আইটিবিপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সব যাত্রীকে আসামী সপ্তাহে তাদের বাড়িতে পাঠানো হবে।

ডায়মন্ড প্রিনসেস জাহাজে করোনায় আক্রান্ত তিন ভারতীয়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জাপানে নোঙর ফেলা ডায়মন্ড প্রিনসেস ক্রুজ জাহাজে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত তিন ভারতীয়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। জাহাজে থাকা বাকি ভারতীয়ের মধ্যে নতুন করে এই রোগ সংক্রামিত হয়নি।

জাপানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের তরফে ট্যুইট করে বলা হয়েছে যে কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) রোগে আক্রান্ত তিন ভারতীয়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। নতুন করে জাহাজে থাকা অন্য কোনও ভারতীয়ের শরীরে এই রোগ সংক্রামিত হওয়ার খবর নেই। জাপানি সরকার এবং সংশ্লিষ্ট জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে যোগাযোগ রেখে চলেছে ভারতীয় দূতাবাস।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিলাসবহুল ওই জাহাজে ২৬৬৬ জন অতিথি রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে ১০৪৫ জন ক্রু। ৩ ফেব্রুয়ারির থেকে জাপানের উপকূলবর্তী শহর ইয়োকোহামায় বন্দরে রয়েছে জাহাজটি। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকবে জাহাজটি। প্রসঙ্গত এই জাহাজের মধ্যে ১৩৮ ভারতীয় নাগরিকও রয়েছে। জাহাজে থাকা ২১৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের পাওয়া গিয়েছে। জাহাজের নাবিক থেকে শুরু করে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। কাউকে জাহাজ থেকে নামতে দেওয়া হয়নি।

মানুষকে

● প্রথম পাতার পর

অন্য সদস্য এবং বিজেপি-আইপিএফটি শীর্ষ নেতৃত্বদেরও সমালোচনার বাণে বিঁধেছেন। তিনি বলেন, এখন শুধু মন্ত্রিদের বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে। সারাদিন গান-বাজনা এবং পূজার্চনায় কাটিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা। ফলে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে যাঁরা মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাঁরা আজ হতাশায় ভুগছেন। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরাবাসী এখন বুঝতে পারছেন বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

সভায় মানিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকেও নিশানা করতে ভুলেননি। তাঁর মতে, দেশের বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। ওই অবস্থা থেকে উত্তরণ সহজে মিলবে বলে মনে করছেন না তিনি। মানিকবাবু আজ বিজেপি-কে নিশানা করে বলেন, মানুষকে ভুলিয়ে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বার বার ক্ষমতায় আসা কঠিন। লোকসভা নির্বাচনে বালাকোট ও পুলওয়ামার ঘটনায় সারা দেশে অস্থির উন্মাদনা তৈরি করে ভোট বৈতরণী পার হয়েছে বিজেপি। কিন্তু, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতা দখলের দিন এখন ফুরিয়ে যাচ্ছে তাই মানুষকে দাবিয়ে রাখার কৌশল নিয়েছে তাঁরা। মানিক সরকারের সাফ কথা, সাহসের উপর ভরসা করে ত্রিপুরা জুড়ে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

করল ভারত

আটের পাতার পর

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই এবিষয়ে তুরস্ক যেন হস্তক্ষেপ না করে। পাশাপাশি প্রকৃত সত্য বোঝার জন্যও বলা হয়েছে তুরস্কের প্রেসিডেন্টকে। কীভাবে ভারতে সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান। তারপরেই কোনও মন্তব্য করা উচিত তুরস্কের প্রেসিডেন্টের।

শাহ ফয়জল

আটের পাতার পর

পিএসএ কার্যকর হওয়ার ফলে শাহ ফয়জলকে কমপক্ষে ৩ মাস এবং প্রয়োজনে আরও দীর্ঘ সময় বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা হবেঊ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর থেকেই গৃহবন্দি ছিলেন শাহ ফয়জলঊ এবার শাহ ফয়জলের বিরুদ্ধে পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট কার্যকর করা হলঊ গত ১৪ আগস্ট শাহ ফয়জল যখন বিদেশে যাচ্ছিলেন তখনই তাঁকে আটক করা হয়েছিলঊ তখনই থেকেই গৃহবন্দি রয়েছেন তিনি।

বিএসএফ-এর

আটের পাতার পর

গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি রেঞ্জার্সরা। পাক হামলায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনির পাশাপাশি পাক রেঞ্জার্সদের নিশানায় ছিল নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত একাধিক গ্রাম এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকা। মর্টার হামলায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

বিজেপির প্রবীণ নেতা পরিতোষ পাল প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। চলে গেলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা পরিতোষ পাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তার মৃত্যুর সংবাদে রাজ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিজেপির প্রবীণ নেতা পরিতোষ পাল আজ আর নেই। বার্ধক্যজনিত রোগে ৭৮ বছর বয়সে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রয়াত পরিতোষ পাল রাজ্যে বিজেপির অন্যতম সংগঠক ছিলেন। দলের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি, সম্পাদক, এবং কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রয়াতের মৃতদেহটি বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে নিয়ে আসা হলে দলীয় পতাকা দিয়ে তার নশ্বর দেহ ঢেকে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রয়াতের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেছেন তিনি ছিলেন দলের একনিষ্ঠ নেতা। তাঁর নির্দেশিত পথকে পাথেয় করে স্বপ্ন পূরণে দল এগিয়ে যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, প্রয়াত পরিতোষ পাল ত্রিপুরা রাজ্য সংঘ দিয়ে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন। তিনি ছিলেন, দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত তিনি দলের কাজ করে গেছেন। বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পরিতোষ পালের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের দুই সাংসদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রয়াতের পরিবার পরিজনদের প্রতি তারা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

ছাত্রছাত্রীদের নীতিবোধের শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। ছাত্রছাত্রীদের নীতিবোধের শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, শিক্ষিত সমাজই পারে উন্নত দেশ গড়তে।

শনিবার ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অরুন্ধতীনগরে অবস্থিত সেন্ট পলস স্কুলের ৭৭-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, আজকের ছাত্রছাত্রীরাই ভবিষ্যতের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। তাই ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত ও গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি তাদের নিয়মানুবর্তিতা, একাগ্রতা, শ্রদ্ধাশীল ও নীতিবোধের শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা সর্বাধিক। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যা এক ত্রিপুরা-শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবে। এছাড়াও তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময়ও করেন। এর পর তিনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বেশি এ রকম ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক রেভারেন্ড ধর্মেন্দ্র দেববর্মা, অধ্যক্ষ মঞ্জরি সাংমা প্রমুখ। উল্লেখ্য, এই বিদ্যালয়টি ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার ও প্রিয়াঙ্কা দাসগুপ্তের সৌজন্য সাক্ষাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আজ সচিবালয়ে রাজ্যের গর্ব অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার এবং প্রতিভাবান জিমন্যাস্ট প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারের সময় রাজ্যের খেলাধূলার উন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাদের সাথে আলোচনা করেন। রাজ্যের প্রতিভাবান জিমন্যাস্ট প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত সম্পতি জাতীয়স্তরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ ১৭ মেয়েদের খেলো ইণ্ডিয়ায় ৪টি, জনিয়র ন্যাশনাল আর্টিস্টিক চ্যাম্পিয়নশিপে ২টি এবং ন্যাশনাল স্কুল গেমস-এ ১টি স্বর্ণপদক অর্জন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রতিভাবান এই জিমন্যাস্ট যাতে সুষ্ঠভাবে তার অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) কিরেণ রিজেজ'র সাথে টেলিফোনে কথা বলেন। কিভাবে প্রিয়াঙ্কাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজেজর সাথে আলোচনা করেন। আলোচনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজেজ মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজেজ মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, স্পোর্টস অথরিটি অব ইণ্ডিয়া (সাই) থেকে প্রতিমাসে প্রিয়াঙ্কা দাসগুপ্তকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্তকে স্পনসর করার জন্য। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যানও এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের এই তাৎক্ষণিক উদ্যোগে জিমন্যাস্ট প্রিয়াঙ্কা দাসগুপ্ত উচ্ছাস ব্যাক্ত করেন। এই উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান দীপা কর্মকারও।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

সহ গ্রেপ্তার মিজোরামের এক মহিলা। বৃহস্পতিবার রাতে ধর্মনগর মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় ঘটে এই ঘটনা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার রাতে ধর্মনগর মোটরস্ট্যান্ড এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিভিন্ন সবজী ক্রয় করে মিজোরামের বাসিন্দা লিলি চড়াই হালাম নামে এক মহিলা। সবজী ক্রয় করার পর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের তিনি ৫০০ টাকার নোট প্রদান করেন। তখনই ধরা পড়ে যে এই ৫০০ টাকার নোট জাল। সাথে সাথে সবজী বিক্রেতা সহ বাজারে উপস্থিত লোকজন ঐ মহিলাকে আটক করে পুলিশকে খবর দেয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃত লিলি চরাই হালামকে ধর্মনগর মহিলা থানায়রাতে জিজ্ঞাসা বাদ করা হয়। শুক্রবার ধৃত এই মহিলা কে আদালোতে সোপর্দ করা হয়। বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান ধৃত মহিলার কাছ থেকে ৯ টি ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। তবে এই মহিলার সাথে আরও জাল নোট ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে মহিলা বেশকিছু জাল নোট অন্ধকারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে

গাড়ির

● প্রথম পাতার পর

রাজু মালাকারের সাথে কেন বারে বারে একই ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে তা নিয়েই প্রশ্ন।

যতটুকু খবর উত্তর জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সিসি ক্যামেরার ভিডিও চিত্র দেখে পুলিশ ছিনতাইকারিদের চিহ্নিত করেছে। তাদের জালে তোলার জন্য পুলিশ প্রয়াস চালাচ্ছে। তবে বারে বারে রাজু মালাকারের কাছ থেকে অর্থ ছিনতাইয়ের ঘটনায় জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যদিও পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

এই ব্যাপারে একটি মামলা নিয়েছিল পুলিশ। পুলিশ তদন্তে নেমে ৫৩ দিনের মাথায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাতে স্বস্তি ফিরেছে গোটা এলাকায়।

"সমালোচনা করার জন্য অনেকে টাকা পান", বুমরাহর পাশে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক শামি

তাঁর পেস ঝড়ে তাবড় তাবড় ব্যাটসম্যানের রাতের ঘুম উড়েছে। হাত ঘুরিয়ে বহুবার দলের জয়ের কান্ডারি হয়েছেন। দীর্ঘদিন আইসিসি ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানটি (বর্তমানে দ্বিতীয়) ধরেও রেখেছেন। কিন্তু চোট সারিয়ে দলে ফিরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি জশপ্রীত বুমরাহকে। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে প্রথমবার কোনও সিরিজে উইকেটহীন ভারতীয় পেসার। তারপরই তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। যাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট মহম্মদ শামি। বুমরাহর পাশে দাঁড়িয়ে সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন তিনি।নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ হয়েছে টিম ইন্ডিয়া। তিনটি ম্যাচের একটিতেও উইকেট নিতে পারেননি চোট সারিয়ে দলে ফেরা বুমরাহ। তারপরই তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়। আর এতেই আপত্তি সতীর্থ শামির। ম্যাচ শেষে

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে বুমরাহ নিয়ে প্রশ্ন করতেই নিন্দুকদের সরাসরি আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, "চোট সারিয়েই ফর্মে ফেরাটা যে কোনও খেলোয়াড়ের জন্যই খুব কঠিন। বাইরে থেকে বলাটা বেশ সহজ। এখন তো অনেকে সমালোচনা করে টাকা পান। তাই কিছু একটা বললেই হল। ২০১৫-তে আমিও চোট পেয়েছিলাম। তারপর কামব্যাক করি। যে কোনও ক্রিকেটারেরই চোট লাগতে পারে। কিন্তু তাকে নিয়ে সমালোচনা শুরু করে দিলে তো চলবে না। তাই আমার মতে এসব কানে না তোলাই ভাল।"ভারতীয় পেসার প্রশ্ন তোলেন, "ক'টা ওয়ানডে দিয়ে কেন ওর (বুমরাহ) বিচার করা হবে? বহু ম্যাচে যে দেশকে জিতিয়েছে, সেটা মানুষ ভুলে যাবে? একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। তা বলে দু-চারটে ম্যাচ দেখার পরই নয়। দুটো ম্যাচে ভাল খেলেনি বলে ওর প্রতিভাকে তো অস্বীকার করা যায় না। ও দেশের জন্য যা করেছে, সেটা ভুললে চলবে না। ইতিবাচকভাবে ভাবলে, তা ক্রিকেটারের জন্যও ভাল। সেই আলোচনা তাদের আত্মবিশ্বাস জোগায়।"শনিবার নিউজিল্যান্ড একাদশের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করে ১৮ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেন শামি। ২১ ফেব্রুয়ারি ব্ল্যাক ক্যাপসের বিরুদ্ধে শুরু ভারতের টেস্ট সিরিজ। তার আগে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে ভাল ফর্মেই ধরা দিচ্ছেন শামি।

অবনমন বাঁচাতে ভরসা বিশ্বকাপার! ফের অ্যাকোস্টাকে সই করাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

যেদিন থেকে ইস্টবেঙ্গল কোচ মারিও মার্টিকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন, সেদিনই ঠিক হয়ে যায় প্রাক্তন বিশ্বকাপার জনি অ্যাকোস্টাকে ডিফেন্সে ফিরিয়ে আনা হবে। জনিকে ফিরিয়ে আনার পিছনে কারণ হল, মারিওর খেলানোর স্টাইলের সঙ্গে পরিচিত তিনি। তা ছাড়া এই মুহূর্তে ভাল বিদেশি স্টপার যিনি আবার ফ্রি রয়েছেন, খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। সমস্যা আরও রয়েছে। নতুন স্টপার কাউকে নিয়ে এলে তাঁকে দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতেও অনেকটা সময় দিতে হবে। এসব কারণেই কোচের মতোই টিম ম্যানেজমেন্ট ঠিক করে নেয়, মার্টিকে যখন ছেড়েই দেওয়া হচ্ছে তখন জনি অ্যাকোস্টাকে নিয়ে আসাই সবচেয়ে সেফ।কিন্তু কবে আসবেন জনি? ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ইন্ডিয়ান অ্যারোজের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ থেকে বিশ্বকাপারের খেলা অসম্ভব। ভারতে আসার জন্য জনি অ্যাকোস্টার যে যে কাগজপত্র লাগে, ক্লাবের তরফে তারই প্রস্তুতি চলছে। যে কারণে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না কবে তিনি ভারতে আসছেন। তবে আশা করাই যায়, ২৩ ফেব্রুয়ারি চার্চিল ব্রাদার্স ম্যাচ থেকে মাঠে নামবেন ইস্টবেঙ্গলে খেলে যাওয়া প্রাক্তন বিশ্বকাপার।মার্টির জায়গায় জনি অ্যাকোস্টার নাম ভাবা হলেও যে মুহূর্তে বেঙ্গালুরুর স্প্যানিশ মিডফিল্ডার কাম ডিফেন্ডার ভিক্টর পেরেজের নাম ঘোষণা হয়, সবাই ভেবেছিলেন জনি আসার সম্ভাবনা হয়তো বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, জনিকে কোনও মিডফিল্ডার নয়, স্টপারে মার্টির বিকল্প হিসাবেই ভাবা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, মার্টির পর তা হলে দল থেকে বাদ পড়বেন কোন বিদেশি? এক্ষেত্রে ভাসছে কোলাডোর নাম। চোট এবং খারাপ ফর্মে জর্জরিত ইস্টবেঙ্গলের একসময়ের ত্রাতা। অ্যাকোস্টা আসার পর কোলাডোকে ছেড়ে দেওয়া হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

আগামী দু''মরশুম চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নেই ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার: স্পনসরশিপ রেভিনিউ নিয়ে আর্থিক স্বচ্ছতার নিয়ম লঙ্ঘন। আগামী ২০২২-২৩ মরশুম অবধি ইউরোপিয়ান কোনও প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করা হচ্ছে না প্রিমিয়র লিগ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। অর্থাত, আগামী দু''টি মরশুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কিংবা ইউরোপা লিগে নেই স্কাই ব্লুজ''রা। চলতি মাসের শেষে রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই শুরু করবে সিটি। তার আগে স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় ক্লাবের অনুরাগীদের যেন মাথায় আকশ ভেঙে পড়ার জোগাড়।শুধুমাত্র নির্বাসনই নয়, একইসঙ্গে ৩৩ মিলিয়ন ডলার জরিমানাও করা হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টারের ক্লাবটিকে। ২০১২-১৬ সময়কালে স্পনশরশিপ থেকে প্রাপ্ত অর্থের বিষয়ে উয়েফাকে সঠিক তথ্য দেয়নি ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। অ্যাডুজুডিসিয়ারি চেম্বারে আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতে সমস্ত প্রমাণ খতিয়ে দেখে সিটিকে শাস্তির নিদান দিল উয়েফা। তদন্তের নির্যাস এই যে উয়েফা ক্লাব লাইসেন্সিং''য়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে সিটি একইসঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছতার নিয়মও লঙ্ঘন করেছে

তারা।তবে এই শাস্তির বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সুযোগ খোলা থাকছে সিটির কাছে। কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস বা ক্যাসে''র কাছে এই শাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করতে পারে তারা। ক্লাব যদিও উয়েফার এমন শাস্তির রায়ে এতটুকু বিস্মিত নয়। তদন্তে পূর্ণ সহযোগীতা করা হয়েছিল বলে জক্লাবের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে ক্লাবের পক্ষ থেকে শাস্তির বিরুদ্ধে ক্রীড়া আদালতে যাওয়ার কথা জানানো হয়।যদিও ক্লাবের উলটোপথে হেঁটে উয়েফা জানিয়েছে তদন্তে একেবারেই সাহায্য করেনি সিটি। ফলস্বরূপ এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়তে হয়েছে তাদের। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় মুখোমুখি হতে চলেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

হ্যামিলটনে প্রস্তুতি ম্যাচে দাপট ভারতীয় বোলারদের, নিউজিল্যান্ড বাহিনী অল আউট ২৩৫ রানে

২৪ শে জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ভারত- নিউজিল্যান্ডের সিরিজ।এই সিরিজে ৫ টি টি- ২০, ৩ টি ওডিআই এবং ২ টি টেস্ট ম্যাচ খেলা হবে। ইতিমধ্যেই টি- ২০ সিরিজ এবং ওডিআই সিরিজ খেলা শেষ হয়ে গেছে। সেই খেলাতে টি- ২০ সিরিজ ভারতীয় দল ৫-০ তে নিজেদের নামে করেছে। থেমে থাকেনি নিউজিল্যান্ডের দলও তারা ওডিআই সিরিজ ৩-০ তে নিজেদের নামে করেছে।এই দুটি সিরিজ শেষ হওয়ার পর এখন শুধু পরে আছে টেস্ট সিরিজ। এই টেস্ট সিরজে ২ টি ম্যাচ খেলা হবে এবং তা শুরু হবে ২১ শে ফেব্রুয়ারি থেকে। তার আগে প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদের কে একটু পরখ করে নিচ্ছে দুটি দল। এই প্রস্তুতি ম্যাচ শুরু হয়েছে ১৪ই থেকে চলবে ১৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।এই প্রস্তুতি ম্যাচে দেখা গেল ভারতীয় বোলারদের দাপট। মাত্র ২৬৩ রানে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেলেও সেই রান পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের পৌছাতে দেয়নি ভারতীয় বোলাররা তার আগেই মাত্র ২৩৫ রানে অল আউট করে দেয় তাদেরকে।মহম্মদ শামি নিলেন ৩টি উইকেট। যশ প্রীত বুমরাহ , উমেশ যাদব আর নভদীপ সাইনিরা নিলেন ২ টি করে উইকেট।রবিচন্দ্রন অশ্বিন নিলেন একটি উইকেট। এখন দেখার বিষয় মূল ম্যাচে ভারতীয় দল কতটা ভালো প্রদর্শন করতে পারে।নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২১ তারিখ মাঠে নামার আগে আজ একটি প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে নেমেছে ভারত। প্র্যাকটিস ম্যাচটির মাধ্যমে টিম কম্বিনেশন বুঝে নেওয়া এবং কে কেমন ফর্মে আছেন তা বুঝে নিতে চাইছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি।প্র্যাকটিস ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটসম্যানদের বাজিয়ে দেখতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কোহলি। ভারতের হয়ে ওপেন করতে নামে পৃথ্বী শ এবং মায়াঙ্ক আগরওয়াল।প্র্যাকটিস ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটসম্যানদের বাজিয়ে দেখতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কোহলি। ভারতের হয়ে ওপেন করতে নামে পৃথ্বী শ এবং মায়াঙ্ক আগরওয়াল। কিন্তু মাত্র ৪ বল খেলে শুন্য রানে আউট হয়ে ফেরেন পৃথ্বী শ। তাঁকে ফেরান কিউয়ি পেসার স্কট ক্যুগলিজেন। অপর ওপেনার মায়াঙ্ক আগরওয়ালকেও প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান তিনি।

২ উইকেট পরার পর মাঠে নামেন রোহিত শর্মার বদলে দলে আসা তরুণ ব্যাটসম্যান শুভমান গিল। তিনি রোহিত শর্মার যোগ্য বদলি হয়ে উঠতে পারবেন কিনা তা নিয়ে নানা পক্ষের নানা মত ছিল। তাই গিল কেমন পারফরম্যান্স করেন তার ওপর নজর ছিল সকলের। কিন্তু তিনিও তার প্রথম বলে উইকেটের পেছনে খোঁচা দিয়ে ফেরেন। তার ঘাতকও সেই ক্যুগলিজেন।এরপর মাঠে নামেন রাহানে। পৃথ্বী শ আউট হওয়ার পরই মাঠে নেমেছিলেন চেতেশ্বর পূজারা। দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান মিলে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মাত্র ১৮ রান করে জিমি নিশামের বলে আউট হয়ে ফেরেন রাহানে। মাটি অঁকড়ে পড়ে থাকেন পূজারা। অসাধারণ ব্যাটিং করে তাকে যোগ্য সঙ্গত দেন হনুমা বিহারী। কোহলি নিজে না এসে দলের বাকি সকল ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং করতে পাঠান। স্বভাবসিদ্ধ ডিফেন্সিভ ভঙ্গিতে খেলে যান পূজারা। মাত্র ৭ রানের জন্য শতরান ফসকালেন তিনি। কিন্তু ভুল করেননি হনুমা বিহারী। ১১৮ বলে নিজের শতরানটি পূর্ণ করেন তিনি। এরপর তিনি বাকিদের ব্যাট করার সুযোগ দিয়ে মাঠ ছাড়েন। তারপরে দাঁড়াতে পারেননি কোনও ব্যাটসম্যানই। যার ফলে ২৬৩ রানে সমাপ্তি ঘটে ভারতের প্রথম ইনিংসের।

এখনও প্রচুর ক্রিকেট বাকি ধোনি প্রসঙ্গে বললেন আইপিএল চেয়ারম্যান

মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ভবিষ্যত কী? ভারতীয় ক্রিকেটমহলেই শুধু নয়, এমএসডি-র ভবিষ্যত নিয়ে চর্চা চলছে বিশ্বক্রিকেটেও। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি, ভারতের প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী থেকে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সবাইকে ধোনিকে নিয়ে প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছে বার বার।ধোনিকে নিয়ে এ বার প্রশ্নের মুখে পড়লেন আইপিএল চেয়ারম্যান রাজীব শুক্ল। তিনি বলেছেন, ধোনির মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট অবশিষ্ট রয়েছে। তাঁর কথায়, "ধোনি হল গ্রেট ক্রিকেটার। আর ওর মধ্যে অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে। কখন অবসর নেবে সেটা অবশ্য ধোনিকেই ঠিক করতে হবে।"আসন্ন আইপিএলে ধোনির খেলা নিয়ে অবশ্য কোনও সংশয় নেই। চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক তিনি। আইপিএলের জন্য প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন কুল। এর আগে শাস্ত্রী বলেছিলেন যে, আইপিএলের উপর নির্ভর করছে ধোনির জাতীয় দলে ফেরার প্রশ্ন। জাতীয় দলের কোচের কথাতেই পরিষ্কার, ধোনি যদি আইপিএলে দারুণ ফর্মে থাকেন, তবে বছরের শেষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে খেলার সম্ভাবনা থাকবে। না হলে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সম্ভবত আর দেখা যাবে না তাঁকে।

বেঙ্গালুরুকে আইপিএল জেতার "সহজ রাস্তা" দিলেন বিজয় মাল্য

বিরাট কোহালিকে স্বাধীনতা দেওয়া হলে আইপিএল জিতবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। প্রাক্তন মালিক বিজয় মাল্য এই পরামর্শই দিচ্ছেন নতুন আরসিবি-কে।রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স শুক্রবার তাদের নতুন লোগো প্রকাশ করেছে। কোহালির দলের লোগোর নকশায় রয়েছে সিংহ। যা ফ্র্যাঞ্চাইজির সাহসী ও নির্ভীক মানসিকতাকেই ফুটিয়ে তুলছে।নতুন মরসুমের জন্য পুরনো দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মাল্য বলছেন, """"সিংহের মতো গর্জন করো। বেঙ্গালুরুতে আইপিএল ট্রফি আনো।""""আর দু"-এক জনের উপর নির্ভরশীল নয় দল, বলছেন বাংলার অধিনায়ক২০০৮ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত একবারও আইপিএল ট্রফি জিততে পারেনি আরসিবি। এ বার যাতে ট্রফি জেতা সম্ভব হয়, তার জন্য মাল্য সবটাই ছেড়ে দিতে বলছেন কোহালির উপরে।বিজয় মাল্য টুইট করে বলেন, """"অনূর্ধ ১৯ স্কোয়াড থেকে আরসিবি-তে এসেছিল বিরাট। এখন নেতৃত্ব দিয়ে ভারতকে সাফল্য এনে দিচ্ছে ও। দুর্দান্ত পারফর্মার বিরাট। পুরোটাই ওর উপরে ছেড়ে দেওয়া হোক। ওকে স্বাধীনতা দেওয়া হোক। আরসিবি-র সমর্থকরা এখনও কিন্তু আইপিএল জেতার স্বাদ পায়নি।

ওপেনিং স্লটে পৃথ্বীর সঙ্গে লড়াই ভারতীয় ক্রিকেটের তরুণ তুর্কি শুভমান

শিরোনামে থাকতে ভালোবাসে জেন ওয়াই। তা সে কাজ দিয়ে হোক বা ভালোবাসে। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম এগারোয় এখন জায়গা পাকা নয়, তবে কেকেআরের তরুণ তুর্কিতে মজে সুন্দরী স্টারকিডরা। পাশাপাশি বাইশ গজে জাতীয় দলের জার্সিতে জায়গা পাকা করতে মরিয়া শুভমান গিল। এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় দলের হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলছেন শুভমান। কড়া টক্কর চলছে পৃথ্বী শ-র সঙ্গে। টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি প্রথম একাদশে ময়ঙ্ক আগরওয়ালের সঙ্গে হয়ে পৃথ্বী নয় শুভমান ওপেনিং স্লটে নামবেন। তা প্রস্তুতি ম্যাটের প্রথম ইনিংসে দউই তরুণই ০ করেছিলেন। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে পৃথ্বী ব্যাটে রান পেয়েছেন। তবে দউই তারকাই অস্বীকার করেন যে তাদের মধ্যে মাঠ বা মাঠের বাইরে কোনও লড়াই আছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডেটিংয়ের গুঞ্জন তো লেগেই থাকে তবে শুভমানের সঙ্গে যাঁদের নাম জড়ায় তাঁরা এতটাই হেভিওয়েট যে কেঁপে যান পাঠক বা দর্শকরা। কেকেআর ফ্যানরা প্রত্যেকেই জানেন শুভমানের ওপর টিম ম্যানেজমেন্টের দারুণ আস্থা। কিন্তু এই আস্থার পিছনে কারণ নাকি শুধুই ক্রিকেটীয় স্কিল নয়। গল্প অনেক গভীরে। নাইটদের মালিক অর্থাত শাহরুখ খানের কন্যা সুহানার মন নাকি মজেছে শুভমানে। কেকেআর ম্যাচে মাঠে যে তিনি হাজির থাকেন তার প্রধান কারণও নাকি এই তরুণ। বাদশা কন্যার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেমের গল্প একাধিকবার শিরোনাম ছিনিয়ে নিয়েছে।একদিকে যেমন বাদশা কন্যার সঙ্গে শুভমানের দহরম মহরম ঠিক উল্টোদিকে ক্রিকেট ভগবানের কন্যা অর্থাত সচিন কন্যা সারা তেন্ডুলকরের সঙ্গেও "বেশ ভালো" সম্পর্ক এই ক্রিকেটারের। আর এতটাই ভালো যে অন্য ক্রিকেটাররা তাদের পোস্টেও বেশ দুষ্টু মন্তব্য করেন।শুভমান গিল একটি ল্যান্ডরোভার কিনে ছবি দেওয়ায় মাস্টারব্লাস্টারের কন্যা শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন আর ফিরতি ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন শুভমান। এই অবধি বিষয়টিতে অঁশটে গন্ধ না থাকলেও হার্দিকের চিকি কমেন্টে বিড়ালদের গসিপের গন্ধ থেকে দূরে রাখা যাচ্ছে না। অনুর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ দলের দুই তরুণ তুর্কিই এখন এইসব নিয়েই ক্রিকেটের জার্সিতেও দেসের বিশ্বাসযোগ্য সৈনিক হয়ে উঠুন। নিউজিল্যানেডের মাটিতে তাই অ্যাসিড টেস্ট তরুণদের।

টোকিও অলিম্পিকে ছাড়পত্র পেলেন রাজস্থানের ভাবনা জাট, ব্যর্থ বঙ্গতনয়া প্রিয়াঙ্কা

আসন্ন ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পেলেন রাজস্থানের মহিলা অ্যাথলিট ভাবনা জাট। ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় এক ঘন্টা ২৯ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড করে টোকিও অলিম্পিকের ছাড়পত্র পেলেন ভাবনা। অলিম্পিকে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য কাট অফ মার্ক ছিল এক ঘন্টা ৩০ মিনিট। তার থেকে কম সময় করে শুধু অলিম্পিকের ছাড়পত্র পেলেন না। ২০ কিমি হাঁটা প্রতিযোগিতায় সপ্তম জাতীয় রেকর্ড করলেন ভাবনা।এদিন অলিম্পিকে ছাড়পত্র পাওয়ার আগে পর্যন্ত ভাবানার সময় ছিল এক ঘন্টা আটত্রিশ মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড। গত বছর এই রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি।

ভাবনা অলিম্পিকে ছাড়পত্র পেলেও অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলেন বঙ্গতনয়া প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী। মাত্র ছত্রিশ সেকেন্ডের জন্য টোকিও যাত্রা হল না প্রিয়াঙ্কার।পুরুষদের বিভাগে সন্দীপ কুমার এক ঘন্টা ২১ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড সময় করে সোনা জিতেন। কিন্তু মাত্র ৩৪ সেকেন্ড সময় বেশি হওয়ার জন্য এদিন অলিম্পিকে যাওয়ার ছাড়পত্র থেকে বঞ্চিত হলেন সন্দীপ কুমার। অলিম্পিকের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য সন্দীপকে অপেক্ষা করতে হবে আগামী মাসে জাপানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ওয়াক চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য। এই নিয়ে ২০ কিমি হাঁটা প্রতিযোগিতায় দুজন ভারতীয় অ্যাথলিট টোকিও যাওয়ার ছাড়পত্র পেলেন। ভাবনার আগে এই ইভেন্টে অলিম্পিকে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছেন কে টি ইরফান।

পঞ্চমবার বাবা হলেন শাহীদ আফ্রিদি ছবি পোস্ট করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়

পঞ্চমবার বাবা হওয়ার আনন্দ ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা মারকুটে ব্যাটসম্যান শাহীদ আফ্রিদি।শুক্রবার ভ্যালেন্টাইন্স ডে''র দিন সপরিবার একটি মিষ্টি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন আফ্রিদি। সঙ্গে লেখেন, "উপরওয়ালার আশীর্বাদ আর কৃপা আমাদের উপর রয়েছে। আমার চার কন্যা রয়েছে। এবার পঞ্চম কন্যা এল আমার জীবনে। শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সুখবরটা শেয়ার করলাম।"স্ত্রী নাদিয়ার ও চার কন্যা আকসা, অংশা, আজওয়া এবং আসমারা নিয়ে ভরা সংসার আফ্রিদির। এ বার আগমন হল পঞ্চম কন্যার।গত বছর মেয়ের আউটডোর গেম খেলা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক। জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানে সমাজ এবং ধর্মীয় কারণের জন্য তিনি মেয়েদের ক্রিকেট অথবা কোনো আউটডোর গেম খেলার অনুমতি দেন না।"আমার সিদ্ধান্তে হয়তো অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিছু করার নেই। ইন্ডোর যে কোনও খেলা করার অনুমতি মেয়েদের রয়েছে। আমি ওদের আটকাই না। তবে আমার মেয়েরা ক্রিকেট খেলবে না। মাঠে নেমে প্রকাশ্যে কোনো খেলা আমার মেয়েরা খেলবে না।"

করোনার জেরে বড় ঘোষণা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির

করোনা নিয়ে আতঙ্ক থাকলেও অলিম্পিকসের সূচি নিয়ে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। জানিয়ে দিল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। দুই সংস্থা জানিয়েছে, এখনই অলিম্পিক টোকিও থেকে সরানো হচ্ছে না। ফলে নির্ধারিত সূচি মেনেই অলিম্পিকস আয়োজন করা হবে টোকিওতে।চলতি বছরের শুরুতে চিনে দেখা দিয়েছে নভেল করোনাভাইরাস। ইতিমধ্যেই করোনার জেরে প্রাণ গিয়েছে ১৫০০ জনের।

রোগের সমাধানসূত্র এখনও অধরা। বিশ্বের ২৫টি দেশে ছড়িয়েছে সংক্রমণ। করোনায় আক্রান্ত শুক্রবার জাপানে মৃত্যু হয়েছে একজনের। আক্রান্ত ২ জন। এদিকে জুলাইয়ের শেষে অলিম্পিক শুরু হওয়ার কথা টোকিওতে।তবে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি জানিয়ে দিয়েছে, টোকিও এখনও পুরোপুরি নিরাপদ। তাই অলিম্পিক সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বা স্থগিত করে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। তবে, মারণ ভাইরাসের কারণে আয়োজকদের অতিরিক্ত সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সংস্থা। এবছর অলিম্পিকে ২০০ দেশের প্রায় ১১০০ অ্যাথলিট অংশ নেবেন। টোকিও যাওয়ার কথা কয়েক হাজার বিদেশি দর্শকেরও।অলিম্পিক্স সংযোগকারী কমিটির চেয়ারম্যান জন কোটস বলেন, করোনাভাইরাসের জন্য নিয়মিত সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, অলিম্পিক হওয়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তবে চিন থেকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অ্যাথলিট অলিম্পিকে অংশ নেবেন। তাই অ্যাথলিটদের নিয়ে চিন্তা থাকছে।

PNIT NO: ePT30/EE/RD/DIV/KCP/2019-20) Dt. 13.02.2020
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 3.00 PM of 25.02.2020 for 6(Six) No. Construction projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2019-20. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C-2500/2019-20
Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: - 07/AE/IES-I/2019-20 Dated- 12/02 /2020

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
	Name of work:- Providing petty maintenance of internal electrification, installation of power points for UPS system in the CYBER Forensic cum Training Laboratory at KTDS Police Training Academy, Narsingarh, Tripura (West). DNIT No:- AE/IES-1/10/2019-2020	Rs- 83,490.00	Rs- 835.00	07 (Seven) Days

Last date of application for tender form 15/02/2020 up to 4.00 PM.
Date of receipt of tender form 19/02/20?0 up to 3.00 PM
All other details are available in the office of the undersigned.
ICA/C-2510/2019-20
Sd/-illegible
Sub-Divisional Officer
Internal Electrification Sub-Division No. I
Agartala, Tripura (W)

Notice inviting e-Tender No. 27/EE(AGRI)/S/2019-20, DT. 11/02/2020.
The Executive Engineer(South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Udaipur, Gomati invites e- Tenders for "Operation, running maintenance and repairing of Plant & Machinery of 1000 M.T capacity Multipurpose Cold Storage at Amarpur during the season:-2020" from eligible bidders up to 10.00 AM on 25/02/2020. For details, visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 03821-222486.
ICA/C-2505/2019-20
(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer (South),
Department of Agriculture & Farmers Welfare,
Udaipur, Gomati.

NOTICE INVITING e-TENDER
No : F.3(5-3814)-FWPM/SHFWS/Proc/2019-20 Dt : 14/02/2020
e-Tender is hereby invited on behalf of the State Health and Family Welfare Society, Tripura from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized distributor for "PROCUREMENT OF NBSU EQUIPMENTS UNDER STATE HEATH & FAMILY WELFARE SOCIETY, TRIPURA."
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website, (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online up to 16/03/2020 at 4.00 Pm. All future modification /corrigendum shall be made available in the e-procurement portal, So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement, web portal only.
(Aditi Majumder, TCS, SSG)
Mission Director, NHM
Govt. of Tripura

ব্রীজের নিচে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। সরকারী জায়গা থেকে মাটি কেটে নিবে এ আর এমন কি। কে বাধা দেবে। সরকারি মানেই তো নিজেদের দখলদারী। এমনই এক দৃশ্য সামনে এলো শনিবার। বিশালগড় বাজারস্থিত ব্রীজ চৌমুহনী এলাকার ব্রীজটির নিচের মূল পিলারের কাছ থেকে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে শংকর সাহার পরিবার। শ্রমিক দিয়ে ব্রীজের নিচ থেকে মাটি কেটে নিয়ে এনে ভরাট করছেন তাদের বাড়ি। এ কথা স্বীকারও করেছেন শংকর সাহার পরিবারে এক সদস্য। যার ফলে ঝুকির মুখে পড়েছে প্রতিদিন ব্রীজের উপর দিয়ে চলাচলকারী হাজারো মানুষের জীবন।

বিশালগড় বাজারস্থিত ব্রীজ চৌমুহনী এলাকার ব্রীজ এটি। প্রতিদিন শতশত ভারী যান বাহন, পথচারীর চলাচল এই ব্রীজটির উপর দিয়ে। আগরতলা থেকে উদয়পুর, সোনামুড়া, সাব্রুম যাওয়ার প্রধান সড়কটি এই ব্রীজটির সংযোগ মাধ্যমের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এমনিতেই এই ব্রীজটি দীর্ঘদিন থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ব্রীজের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে বড় ধরনের অনেক ফাটল। তার উপর ব্রীজের মূল পিলারের কাছ থেকে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে ব্রীজের পাশেই অবস্থিত শংকর সাহার পরিবার। নিজ মুখে একথা স্বীকার করে জানালেন। এদিকে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র গোটা এলাকার মানুষ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে প্রশাসনের কাছে জনতার আবেদন উক্ত বিষয়ে প্রশাসন যাতে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

শনিবার আগরতলায় এসইউসিআই'র কর্মীরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

বিদ্যুৎ পরিষেবার আধুনিকীকরণ বিষয়ে পর্যালোচনা সভা

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির কাজ দ্রত সম্পন্ন করতে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবার আধুনিকীকরণ করার জন্য উন্নত ট্রান্সফরমার, আধুনিক জেনারেটর, প্রিপেইড মিটার স্থাপন ইত্যাদি যেসব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে প্রকল্পগুলির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা দ্রত সম্পন্ন করার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। আজ মহাকরণের কনফারেন্স হলে বিদ্যুৎ দপ্তরের ফ্ল্যাগশীপ কর্মসূচি এবং প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা (সৌভাগ্য) দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ জ্যোতি যোজনা বিষয়ে আয়োজিত পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরাকে হুকলাইন মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হুকলাইন ছিন্ন করতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং হুকলাইন ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের চীফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ এম এস কেলে জানান, রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনায় বিভিন্ন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ১০২.৮৮ কিমিঃ নতুন ১১ কেভি লাইন সম্পসারণ করা হয়েছে, ১৩১টি নতুন ট্রান্সফরমার বসানো হয়েছে, ২২৪.৬৬ কিমিঃ নতুন এল টি লাইন সম্পসারণ করা হয়েছে এবং ২৮১৬টি বি পি এল পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ৭৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ম'রী পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বহিঃরাজ্য থেকে ট্রান্সফরমার আনার ক্ষেত্রে সময়ের পাশাপাশি অনেক টাকা ব্যয় হয়। তাই রাজ্যে ট্রান্সফরমার বানানোর ইউনিট স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্যে যে সকল ব্যবসায়ীগণ বৈদ্যুতিক সামগ্রী তৈরী করেন তাদের দেশের বড় বড় কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে যৌথভাবে কাজ করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিদ্যুৎ নিগমকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের স্থানীয়দের ট্রান্সফরমার বানানো ও মেরামতির কাজে পারদর্শী করে তুললে আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি ট্রান্সফরমার মেরামতির কাজও দ্রত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।সভায় প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা (সৌভাগ্য) বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যুৎ নিগমের সি এম ডি এম এস কেলে জানান, সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে রাজ্যে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার পরিবারে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ৪১৭ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার ম'রী পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ১৫ হাজারের উপর পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এই বছরের মার্চ মাসের মধ্যেই বাকী পরিবারগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে বিদ্যুৎ নিগমের সি এম ডি সভায় জানান। এই প্রসঙ্গে পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে নিচু থেকে উচুস্তরের আধিকারিকদের ইতিবাচক দ'ষ্টিভঙ্গী নিয়ে একযোগে কাজ করতে হবে।

বিদ্যুৎ সারাইয়ের কাজ দ্রত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে লাইনম্যানদের দক্ষতা ব'দ্ধির লক্ষ্যে সময় সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যুৎ নিগমের কল সেন্টারকে আরোও উন্নত ও কার্যকরী করে তুলতে হবে। দেখা গেছে অনেক বছর ধরে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই অবস্থা নিরসনে তিনি দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও নির্দেশ দেন। এছাড়াও বিদ্যুৎ ভোক্তারা বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা সম্পর্কে যাতে জানতে পারেন তারজন্যও গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রধান সচিব শশীর'ন কুমার, পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষ্য নির্ধারণ করে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত হওয়া উচিত বিজ্ঞানীদের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): লক্ষ্য নির্ধারণ করে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত আমাদের। বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্যই হল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করা। শনিবার দিল্লিতে কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) সোসাইটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই বৈঠকেই বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে সিএসআইআর-এর কাজ সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরা হয়। গৃহীত কাজগুলির প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং ভবিষ্যতের রোড ম্যাপ তৈরির জন্য নিজের পরামর্শও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে সমাজ ও দেশের সামনে উদীয়মান চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের মনোনিবেশকে জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, লক্ষ্য নির্ধারণ করে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত।

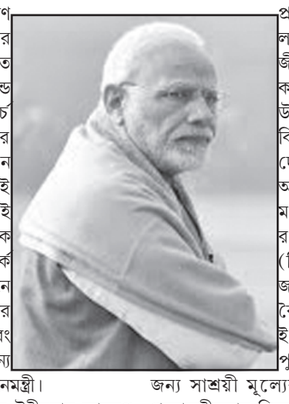

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করা। তাই ভার্চুয়াল ল্যাবগুলি উন্নয়নের প্রয়োজন, যাতে বিজ্ঞানকে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়উ এছাড়াও অপুষ্টির মতো বিষয়গুলিতেও মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিএসআইআর বৈঠকে ৫জি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের ও দীর্ঘ টেকসই ব্যাটারির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কাজ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

কাশ্মীর ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়, হস্তক্ষেপ নয় তুরস্ককে সতর্ক করল ভারত

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতের নিষেধ সত্ত্বেও, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেসাপ তায়িপ এরদোগান। কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। এ জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্টকে রীতিমতো সতর্ক করে দিল ভারত। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাশ্মীর ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়উ ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনওরকম নাক গলানো মেনে নেবে না ভারত।

পাকিস্তান সফরে গিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেসাপ তায়িপ এরদোগান। শুক্রবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে পাশে নিয়ে এরদোগান বলেছেন, 'আমাদের কাশ্মীরি ভাই-বোনেরা দশকের পর দশক ধরে কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সিদ্ধান্ত তাঁদের কষ্ট আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান বরাবর কাশ্মীরের মানুষের পাশে থেকেছে। কাশ্মীরিদের নিয়ে পাকিস্তান যথেষ্ট চিন্তিত, ততটাই আমরাও। তুরস্ক বরাবর শান্তি চেয়ে এসেছে।

এরগোনের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে ভারত। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাকিস্তান ও তুরস্কের তরফে যৌথভাবে কাশ্মীরকে নিয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তার কোনও যৌক্তিকতা নেই। কাশ্মীর বরাবরই ভারতের অংশ। বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, তুরস্কের প্রেসিডেন্টকে বলা হয়েছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

হাওডি মোদীর জবাবে 'কেম ছো' নিয়ে উৎসাহী ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে হিউস্টনে প্রবাসী ভারতীয়রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য হাউডি মোদী নামে একটি সভার আয়োজন করেছিল। যা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও মন স্পর্শ করেছিল। এবার ভারত সফরকালে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য তেমন সভা এবং জয়ধ্বনি দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। সব কিছু ঠিকঠাক চললে আহমেদাবাদের মোতেরায় সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামের বাইরে ২৪ কিলোমিটার জুড়ে রাস্তার দুই ধারে থাকা কয়েক লক্ষ মানুষ গুজরাটি ভাষায় কেম ছো ট্রাম্প জয়ধ্বনি দেবে। বিষয়টি নিয়ে টেক্সাসের বিভিন্ন জায়গায় প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে চর্চা অব্যাহত।

একদল উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সস্ত্রীক এয়ারফোর্স ওয়ানে করে ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ভারত সফরে আসবেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রথমবার ভারত সফরে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর ভারতীয়দের কাছে অতিথি যে ভগবানের সমান, তা ভাল করেই জানেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

এক দশক আগে আহমেদাবাদ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা প্রবাসী ভারতীয় পন্ডিত জগদীশ রাজগৌর জানিয়েছেন, ভারতীয় তার উপর আবার গুজরাটিরা অতিথিদের সম্মান জানানোর জন্য মুখিয়ে থাকে। আসলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সম্মানে কেম ছো ট্রাম্প কর্মসূচিতে আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়াম পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীরা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাবেন। তারপর স্টেডিয়ামের ভেতর ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য থাকবেন এক লক্ষ দর্শক। এমন দৃশ্য দেখে হয়তো মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজেও ভাবেন যে এমন ধরণের আতিথেয়তা তিনি বিশ্বের আরও কোথাও পাবেন না।

আমেরিকার বাণিজ্য মহলের প্রতিনিধি রবার্ট লিগটজার জানিয়েছেন, ভারত সফরকালে মধ্যম মানের বাণিজ্যিক চুক্তিগুলির চূড়ান্ত রূপরেখা বাস্তবায়িত করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপির নতুন সভাপতি বিষ্ণু দত্ত শর্মা, কেরলে কে সুরেন্দ্রণ

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র নতুন রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত হলেন বিষ্ণু দত্ত শর্মাউ রাকেশ সিংয়ের পরিবর্তে মধ্যপ্রদেশ বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে বিষ্ণু দত্ত শর্মাকেউ মধ্যপ্রদেশ ছাড়াও সিকিম এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলেও বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে।

সিকিমে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে দল বাহাদুর চৌহানকেউ কেরলে ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে কে সুরেন্দ্রণকেউ কেরলে এর আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছিলেন ভি এস শ্রীধরণ পিল্লাইউ তাঁকে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে মিজোরামের রাজ্যপাল করা হয়উ তারপর থেকেই কেরলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদ ফাঁকা ছিলউ ভি এস শ্রীধরণের স্থলাভিষিক্ত হলেন কে সুরেন্দ্রণউ শনিবার প্রেস বিবৃতি মারফত মধ্যপ্রদেশ, সিকিম এবং কেরলের নতুন তিনজন রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করেছে বিজেপিউ তিনজনকেই নিযুক্ত করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা।

সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের পাক হামলা, যোগ্য প্রত্যাঘাত বিএসএফ-এর

জম্মু, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত একাধিক গ্রাম এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, গুজরাটে আরএসএস-এর নতুন সদর দফতরের উদ্বোধন

আহমেদাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার অবসান। গুজরাটের আহমেদাবাদে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র নব-নির্মিত গুজরাট সদর দফতরের শুভ উদ্বোধন করলেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। আহমেদাবাদের মণিনগর এলাকায় নির্মিত আরএসএস-এর গুজরাট সদর দফতরের নাম রাখা হয়েছে 'ড: হেডগেওয়ার ভবন'। পাঁচ-তলা আরএসএস সদর দফতরের প্রধান গেটে বড় বড় করে 'ভারত মাতা' লেখা হয়েছে।

শনিবার সকালে বিশেষ পূজার্চনা করার পর 'ড: হেডগেওয়ার ভবন'-এর শুভ উদ্বোধন করেছেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত।

পাঁচ দশকের পুরনো আরএসএস ভবন ভেঙে ফেলার পর নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে এই পাঁচ-তলা ভবন। নতুন এই ভবন নির্মাণ করতে খরচ হয়েছে আনুমানিক ৫ কোটি টাকা। নতুন কমপ্লেক্সে পার্কিংয়ের জন্য দু'টি বেসমেন্ট রয়েছে। আরএসএস-এর পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, পাঁচ-তলা বহুতলের প্রথম তলায় একটি বিশাল হল রুম রয়েছে, দো-তলায় এবং তিন-তলায় ছোট ছোট হল রুম রয়েছে, অবকাশ সময় কাটানোর জন্য রয়েছে গ্রন্থাগার এবং ঘর। এদিন 'ড: হেডগেওয়ার ভবন'-এর শুভ উদ্বোধন করার পর আরএসএস-এর কর্মীদের সঙ্গে নতুন ভবন কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন মোহন ভাগবত। প্রসঙ্গত, দু'দিনের সফরে গুজরাটে এসেছেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত।

কাশ্মীরে আবারও পিএসএ কার্যকর, এবার বন্দি শাহ ফয়জল

শ্রীনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন দু'জন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং মেহবুবা মুফতির পর এবার শাহ ফয়জলউ শনিবার জন নিরাপত্তা আইন (পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট) কার্যকর করা হয়েছে প্রাক্তন সিভিল সারভেন্ট তথা জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস মুভমেন্ট (জেকেপিএম)-এর প্রধান শাহ ফয়জলের বিরুদ্ধেউ অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে ইস্তফা দিয়েছিলেন আইএএস শাহ ফয়জলউ প্রথম কাশ্মীরি হিসেবে ২০০৯ সালে আইএএস পরীক্ষায় শীর্ষস্থান পান এমবিবিএস ডিগ্রিধারী শাহ ফয়জলউ এবার জন নিরাপত্তা আইন অর্থাতপাবলিক সেফটি অ্যাক্ট কার্যকর করে বন্দি করা হল শাহ ফয়জলকে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্রে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু ২ জন পুণ্যার্থীর

আকোলা (মহারাষ্ট্র), ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলায় বেপরোয়া ট্রাকের দৌরাত্ম্য! ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ২ জন পুণ্যার্থীর। শুক্রবার গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আকোলা জেলার উড়াল থানার অন্তর্গত লোহারা গ্রামের কাছে। মৃত ২ জন পুণ্যার্থীর নাম হল-বিশাল পাটেকর এবং শ্যাম নিভানে। তাঁদের বাড়ি পালসোদ গ্রামে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।